প্রত্যাশা

কলেজ বার্ষিকী ২০২৩

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

Academic Building
CIMC
CHATTAGRAM INTERNATIONAL MEDICAL COLLEGE

প্রত্যাশা

কলেজ বার্ষিকী ২০২৩

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

৩২৩/৪৩৪, শমসের পাড়া, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞানদান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞানদান করা হয় সে বিপুল কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বোধসম্পন্ন লোক ব্যতীত উপদেশ কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

সুরা বাকারা (আয়াত-২৬৯)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে অবস্থান করে।"

-তিরমিজি

সূচী

প্রকাশনা পর্ষদ	০৪
বাণী	০৫-১৩
সম্পাদকীয়	১৪
সহ সম্পাদকীয়	১৫
স্মৃতিতে অম্লান	১৬
এক্সিকিউটিভ কমিটি	১৭-১৮
গভর্ণিং বডি	১৯-২১
গল্প ও কবিতা	২৩-৪৯
ভর্তিকৃত ব্যাচ সমূহ	৫০-৫৪
প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা	৫৫-৫৭
গণমাধ্যমে সিআইএমসি	৫৮-৬০
স্মৃতির এ্যালবাম	৬১-৮৪

প্রকাশনা পর্ষদ

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ
প্রত্যাশা
বার্ষিকী ২০২৩

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

পৃষ্ঠপোষক
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুসলিম উদ্দিন
সেক্রেটারী, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ
মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আকবর
ট্রেজারার, এক্সিকিউটিভ কমিটি, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ
অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী, চেয়ারম্যান, গভর্ণিং বডি, সিআইএমসি
অধ্যাপক ডা. মোঃ টিপু সুলতান, অধ্যক্ষ, সিআইএমসি
অধ্যাপক মোঃ আমির হোসেন, পরিচালক, সিআইএমসিএইচ

উপদেষ্টা
অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাবীব খান, বিভাগীয় প্রধান, এনাটমী বিভাগ
অধ্যাপক ডা. আসমা কবির সোমা, বিভাগীয় প্রধান, ফিজিওলজি বিভাগ
অধ্যাপক ডা. শাহেদা আহমেদ, বিভাগীয় প্রধান, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ
অধ্যাপক ডা. মোখলেসুর রহমান, বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ
অধ্যাপক ডা. মালেকা আফরোজ, বিভাগীয় প্রধান, ইএনটি বিভাগ
অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাসান মিয়া, বিভাগীয় প্রধান, ইউরোলজি বিভাগ
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুনিরুল আলম, বিভাগীয় প্রধান, এনেস্থেসিয়া বিভাগ

সম্পাদক
ডা. মেহেরুন্নিছা খানম
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ ও
ইনচার্জ, এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজ ডিভিশন

সহ-সম্পাদক
ডা. এ.জেড.এম. আশেক-ই-এলাহি, সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি বিভাগ

সম্পাদনা সহযোগী
ডা. মুসলিনা আখতার, বিভাগীয় প্রধান, অবস্ এন্ড গাইনি বিভাগ
ডা. মোঃ পারভেজ ইকবাল শরীফ, বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ
ডা. শামীম আরা, বিভাগীয় প্রধান, ডার্মাটোলজী বিভাগ
ডা. মোঃ নাজমুল হুদা রিপন, সহযোগী অধ্যাপক, শিশুরোগ বিভাগ
ডা. ফারজানা চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, অবস এন্ড গাইনী বিভাগ

সহযোগিতায়
মোঃ ওমর গনি, সহকারী পরিচালক, একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন
মোঃ এহছানুর রহমান ছিদ্দিকী, সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিআইএমসি
আলমগীর মোঃ ফাহিম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পিএ টু প্রিন্সিপাল, সিআইএমসি

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মুহাম্মদ রকিবুল হাকীম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিজ ডিভিশন, সিআইএমসি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কে.এফ. টিটু
মুদ্রণে: **সেইভ টেক্স**
শাহী টাওয়ার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২ ৩৩৩৩ ৫৭২৬৬
০১৮১৪ ৩০৪৯৫৮

১ম প্রকাশ: **জুলাই ২০২৩**

উপাচার্য
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

বাণী

"Quality with Morality"

এই স্লোগানে সুশিক্ষা বিস্তারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। গুণগত শিক্ষা ও নৈতিকতার অপূর্ব সমন্বয়ের পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধূলা এবং শরীর চর্চার ধারা অব্যাহত রাখতে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর বহুমাত্রিক কর্মকান্ডের আয়োজন অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর বার্ষিক প্রকাশনা কলেজ ম্যাগাজিন **'প্রত্যাশা'** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিটি মানুষের মাঝেই সৃজনশীলতা অন্তর্নিহিত থাকে। এ ধরনের বার্ষিক প্রকাশনার মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা খুঁজে পায় তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ।

আমি আশা করি তাদের এই সুন্দর চর্চা অব্যাহত থাকবে এবং ভালো চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি সৃজনশীল ও আলোকিত মানুষ হবে। আমি কলেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই সুন্দর ও প্রশংসনীয় উদ্যোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান)
উপাচার্য
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

ডিন
মেডিসিন ফ্যাকাল্টি

বাণী

চট্টগ্রাম অঞ্চলে মেডিকেল শিক্ষা এবং গবেষণায় নিজেদের অনন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর ঔজ্জ্বল্য চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে বাংলাদেশে এখন সর্বজনবিদিত। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ তাদের বার্ষিক কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক মনন ও মানবিক গুণাবলী বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। এ ধরনের সাময়িকী শিক্ষার্থীদের সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মেডিকেলের কঠিন ও একঘেয়েমী পড়াশোনার মাঝে টনিক হিসেবে কাজ করবে। মেধা বিকাশের পাশাপাশি প্রতিভা ও মননশীলতায় স্বাক্ষর রাখতে এ ধরনের পাঠ বহির্ভূত সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে বার্ষিক প্রকাশনার আয়োজন শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃজনশীলতায় বিকাশ ঘটাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর বার্ষিক কলেজ ম্যাগাজিন **'প্রত্যাশা'**র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(অধ্যাপক ডা. সাহেনা আক্তার)
ডিন, মেডিসিন ফ্যাকাল্টি
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
ভাইস চেয়ারম্যান, গভর্ণিং বডি
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ
ও
অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

ডিন
বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল ফ্যাকাল্টি

বাণী

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ তাদের বার্ষিক প্রকাশনা **'প্রত্যাশা'** প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

চিকিৎসা শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প সাহিত্যের চর্চা এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে নতুন এক সৃজনশীল জগতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরীর সাথে সাথে মননশীল মানবিক মানুষ তৈরীতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রকাশনার সফলতা এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডা. মোঃ হাফিজুল ইসলাম)
ডিন, বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল ফ্যাকাল্টি
চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
ও
উপাধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

চেয়ারম্যান
এক্সিকিউটিভ কমিটি

বাণী

জ্ঞান বিজ্ঞান আর তথ্য প্রযুক্তির চরম শিখরে যখন গোটা পৃথিবী, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশ যখন চলমান তখন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে আমাদের শিক্ষার্থীরাও উন্নয়নে করছে অংশগ্রহণ। সত্যিকারের দেশ প্রেমিক হয়ে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এ কলেজের শিক্ষার্থীরাও পড়ালেখার পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, শিক্ষা সফর ও কলেজ বার্ষিকীর মতো সহপাঠক্রমিক নানান কর্মকান্ড।

অন্তরের সুকুমার বৃত্তি পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে সাহিত্য-শিল্প জগতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে কলম তুলি ধরে কলেজ বার্ষিকীর পূর্ণতা দিতে লিখেছে এরা। আমার বিশ্বাস এদের হাত দিয়েই একদিন তৈরি হবে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বৈষম্যহীন সর্বাধুনিক নৈতিক সমাজ, তাদের চিকিৎসা সেবায় আরোগ্য লাভ করবে মানুষ।

আমার বিশ্বাস এরা শুধু মানুষ হবে না, হবে দক্ষ মানবসম্পদ। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে এগোচ্ছে এ প্রজন্ম, গতি দুর্বার, জয় তাদের অনিবার্য। বাংলাদেশকে অগ্রগতির চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কলেজের বার্ষিকী **‘প্রত্যাশা’** খুবই সামান্য সংযোজন। আশা করি এই ম্যাগাজিনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

(অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ)
চেয়ারম্যান (এক্সিকিউটিভ কমিটি)
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ্ (ডিইএসএইচ)

সেক্রেটারী
এক্সিকিউটিভ কমিটি

বাণী

প্রথমত মানুষের কল্পনা এবং কল্পনা থেকেই আবিষ্কার। পাখির উড়া দেখে মানুষের উড়ার সাধ জেগেছিল বলেই হয়েছে উড়োজাহাজ আবিষ্কার। এর থেকে সহজেই বলা যায় আগে বিজ্ঞান নয়, কল্পনা। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সেই কল্পনার পাখায় ভর করে বাস্তবতার সংমিশ্রণে ঘটাচ্ছে তাদের সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশ। এই বিকাশের একটি ধাপ হচ্ছে সাহিত্যচর্চা। সাহিত্যচর্চার প্রাথমিক ধাপ বলা যেতে পারে কলেজ বার্ষিকী। শিক্ষার্থীরা ভাবনা চিন্তা গুলোকে তাদের কাঙ্খিত জগতের রূপরেখা ফুটিয়ে তোলে লেখায়, স্বপ্ন দেখে সুন্দর পৃথিবীর। তাদের সেই সুন্দর পৃথিবী সাজিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। শুধুমাত্র পাঠ্য বইয়ে আবদ্ধ না রেখে তাদের মনোবীণায় তুলে দিতে হবে সুরের ঝংকার। বুঝিয়ে দিতে হবে তুমিও পারো, তোমরা সবাই পারো। সহপাঠক্রমিক সমস্ত কাজে ওরা হবে আগুয়ান, এভাবেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘটবে নৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় যেমন এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সোনার বাংলাদেশ, তেমনি এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। সেই ধারাবাহিকতারই অংশ আমাদের চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ। প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে অসাধারণ ফলাফল ও জীবন বিকাশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপায় হলো শিক্ষা। এই শিক্ষার সঙ্গে নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে তাদের সুপ্ত-প্রতিভা জাগরণে ও বিকাশের শ্রেষ্ঠ সোপান এই কলেজ বার্ষিকী।

(অধ্যাপক ডা. মোঃ মুসলিম উদ্দিন)
সেক্রেটারী (এক্সিকিউটিভ কমিটি)
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ্ (ডিইএসএইচ)

ট্রেজারার
এক্সিকিউটিভ কমিটি

বাণী

বৈশ্বিক মহামারী করোনা মুক্তিতে অনন্য অবদান রাখার পাশাপাশি বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ যথাসময়ে সম্পন্ন করে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের নান্দনিক মানবিক গুনাবলীর বিকাশে অবারিত সুযোগ এনে দিয়েছে কলেজ বার্ষিকী **'প্রত্যাশা'**।

'প্রত্যাশা'র প্রকাশনার সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

জন্মের পর থেকেই মানুষ প্রকৃতি ও পরিবার থেকে শিখে এবং উন্নত গুনাবলী অর্জন করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা মানুষকে উন্নত মানবিক গুনাবলী অর্জনের সাথে সাথে হৃদয়কে প্রজ্জ্বলিত করে যা তাকে সাম্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, দেশপ্রেম ও সহনশীলতা শেখায়।

আমি মনে করি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য চর্চা করে তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে এবং উন্নত গুনাবলী অর্জনে সক্ষম হবে।

আমি তাদের এ প্রয়াসের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

(মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আকবর)
ট্রেজারার (এক্সিকিউটিভ কমিটি)
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ্ (ডিইএসএইচ)

চেয়ারম্যান
গভর্ণিং বডি

বাণী

ম্যাগাজিন বলতেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, কৌতুক আর কিছু ছবি যা আমাদের জীবনকে দুঃখ-কষ্ট আর হতাশা থেকে মুক্তি দেয়। প্রতিটি লেখা ও ছবির মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও মননশীলতার প্রকাশ ঘটে এবং জাতিকে সামগ্রিক উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যায়। তারই সারথী হতে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রকাশ করতে যাচ্ছে বার্ষিক সাময়িকী **'প্রত্যাশা'**। এই বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ক্ষুদে শিল্পীদের কাঁচা লেখার মধ্য দিয়ে ওদের সুপ্ত প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটুক এ আমার প্রত্যাশা।

গতানুগতিক পাঠদানের পাশাপাশি জীবনমুখী শিক্ষা ও ক্লাব কার্যক্রমকে এই প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত করে থাকে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, উন্নয়নের রূপকল্প, সাংস্কৃতিক বিকাশ, প্রগতিশীল চিন্তা, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির মূল্যবোধকে ধারণ করে শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠান তার অব্যাহত অগ্রযাত্রা চলমান রেখেছে। এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আমাদের এই স্বাপ্নিক যাত্রায় আমি সকল শিক্ষক, অভিভাবক, পরিচালনা পর্ষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

(অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী)
চেয়ারম্যান, গভর্ণিং বডি
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

অধ্যক্ষ
সিআইএমসি

বাণী

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত একটি বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩-২০১৪ সালে প্রথম ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মধ্য দিয়ে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সরকারী নিয়ম অনুসারে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং অতিযত্ন সহকারে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে পেশাগত পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মেধা-তালিকায় স্থান সহ অত্যন্ত ভাল ফলাফল করে আসছে। কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য কারিকুলাম বহির্ভূত এক্সট্রা কারিকুলার এক্টিভিটিস (ইসিএ) এর বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন-খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বনভোজন, শিক্ষা সফর এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সমূহ নিয়মিতভাবে উদযাপন করা হয়।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা দান অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের একজন চিকিৎসক ছাড়াও একজন নীতিবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জারী, অবস্ এন্ড গাইনী, পেডিয়েট্রিক্স, ইএনটি, এ্যানেস্থেসিওলজি ও ডার্মাটোলজী বিভাগের প্রশিক্ষণ বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন্স (বিসিপিএস) কর্তৃক এফসিপিএস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত। গবেষণা কার্যক্রমেও অত্র প্রতিষ্ঠান অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যার ফলে সর্বমহলে কলেজের সুনাম আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ও প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ ইং থেকে নিয়মিত মেডিকেল জার্নাল প্রকাশ করে আসছে।

যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অত্র প্রতিষ্ঠানকে একটি আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা আমাদের স্বপ্ন ও অঙ্গীকার। এখানে রয়েছে আস্থা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, বিশ্বাসের বন্ধন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা বার্ষিক ম্যাগাজিন-২০২৩ **'প্রত্যাশা'** প্রকাশের এই মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ম্যাগাজিন প্রকাশনা সাফল্যমন্ডিত হোক এবং কলেজের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল থাকুক, এই কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডা. মোঃ টিপু সুলতান)
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

পরিচালক
সিআইএমসিএইচ

বাণী

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ সরকার অনুমোদিত একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্র প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের মেন্টরিং, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ভ্রমন, সামাজিক কর্মকান্ড, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনসহ বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়াও শিক্ষকদের জন্য রিসার্চ কার্যক্রম, নিয়মিত বৈজ্ঞানিক জার্নাল প্রকাশ, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনার আয়োজন করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ECA (Extra Curricular Activity) এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কলেজ বার্ষিকী প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এই বার্ষিকী অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ন্যায় মান ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। এর মাধ্যমে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ লেখনীর দ্বারা তাদের নিজস্ব মেধা বিকাশের সুযোগ পাবেন এবং বার্ষিকী প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করবেন।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এর কলেজ বার্ষিকী একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

আমি বার্ষিকী প্রকাশের ধারাবাহিকতা সহ উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

(অধ্যাপক মোঃ আমির হোসেন)
পরিচালক
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
ও চেয়ারম্যান, মেডিকেল এডুকেশন ও রিসার্চ বিভাগ

সম্পাদকের কলম থেকে...

ধারাবাহিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং পরীক্ষার ফলাফলের পাশাপাশি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষের অন্যতম সূচক শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল মেধার চর্চা। চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের বহুল প্রতীক্ষিত কলেজ ম্যাগাজিন **"প্রত্যাশা"** এমনই এক সূচক এবং মাইলফলক, যার সম্পাদক হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

কলেজ ম্যাগাজিন এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকে আজকের প্রকাশনার মাঝখানে কেটে গিয়েছে কয়েকটি বছর। এরই মধ্যে আমাদের শিল্প অনুরাগী শিক্ষার্থী ও আলোকিত শিক্ষক মন্ডলীর উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ লেখণীগুলো জমা হচ্ছিল সম্পাদনা পরিষদের কক্ষে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা লেখা জমা দিয়েছিলেন, অনেকেই এখন ডাক্তার। তবে একটু দেরীতে হলেও আমরা পেরেছি, এতেই আমাদের সার্থকতা বলে মনে করি। নবীন ও প্রবীণ শিক্ষার্থীদের মননশীল প্রতিভা এবং অভিজ্ঞ, দক্ষ শিক্ষকমন্ডলীর গবেষণাধর্মী লেখণীর প্রতিফলন এই **"প্রত্যাশা"**।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে যেখানে বই এর স্থান দখল করে নিয়েছে স্মার্টফোন, **"প্রত্যাশা"** হাতে নিয়ে পাঠক কিছুক্ষনের জন্য হলেও নির্মল আনন্দ উপভোগ করবেন, এই আশা রাখি।

অধ্যক্ষ মহোদয় ও একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর মহোদয়ের সুনিপুণ নির্দেশনা **"প্রত্যাশা"** এর সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজকে গতিশীল করেছে। আমার সহকর্মীবৃন্দ, সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বার্ষিক প্রকাশনাকে বেগবান করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো কিছু মুদ্রণ ত্রুটি থেকে যেতে পারে যা সুহৃদ পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা করি।

"প্রত্যাশা" উজ্জীবিত হোক নুতন আলোয়, অক্ষুন্ন থাকুক এর সার্থক পথচলা।

(ডা. মেহেরুন্নিছা খানম)
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ
সম্পাদক
প্রত্যাশা ২০২৩

সহ-সম্পাদকীয়

শুরু হল পথ চলা

প্রতিভার দ্যুতি স্বত:ই বিচ্ছুরিত মেডিকেলের প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণাধীন অস্ত্রোপচারের টুং-টাং শব্দের ঝংকারের সাথে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের রূপময়, রসময় ও গীতিময় ছন্দের তাল মিলানো সুকঠিন হলেও থেমে থাকেনি তাদের কলম। নিজেদের দুঃখ-ব্যথা শব্দের ঢেউ-এ তরঙ্গায়িত হয়ে অবশেষে কুলে পৌঁছেছে একদল সাহিত্যামোদি নাবিকদের সহায়তায়। মানুষ মাত্রই স্বভাব কবি। উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলে তার অবুঝ মন ফুঁসে উঠে। কবির ভাষায়।

"না পারে বুঝিতে আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরেছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমনি পঞ্চমে কুজে
ডাকিছে তেমনি-সুর-,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটি কথা,
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর।
সংসার সমুদ্রে দু'একটি সুর
দু'একটি কাঁটা করি দিব দূর
তবে যার ছুটি নিব"

তবে মানবতার সেবকদের জন্য কোন ছুটি বরাদ্দ নেই। অধীত শিক্ষার আলোক দ্যুতিতে নিবু নিবু জীবন প্রদীপে জাগাতে হবে আলো, ভাসবে ভালো, ফুটবে হাসি, মিলবে পূণ্য রাশি রাশি, মিলবে স্বর্গ। কারণ সেবাই হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। অতএব 'শুরু হোক পথ চলা....

(ডা. এ.জেড.এম. আশেক-ই-এলাহি)
সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি বিভাগ
সিআইএমসি

স্মৃতিতে অম্লান

খ্যাতিমান প্রতিষ্ঠান সমূহের সমন্বয়ে গড়ে উঠা এ ক্যাম্পাসের সূচনা ও যাত্রাপথে যাঁদের নির্দেশনা ও ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়

মাওলানা মুহাম্মদ শামছুদ্দীন

মোহাম্মদ বদিউল আলীম

মাওলানা মুহাম্মদ মুমিনুল হক চৌধুরী

মোহাম্মদ নুর উল্লাহ

ডাঃ মুহাম্মদ রফিক

এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
সভাপতি

অধ্যাপক ডা: মোঃ মুসলিম উদ্দিন
সেক্রেটারী

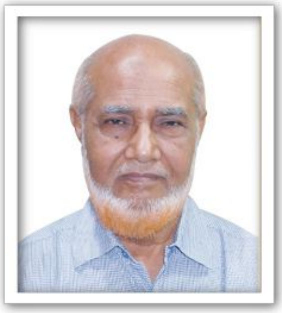

মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আকবর
ট্রেজারার

অধ্যক্ষ মোহাম্মদ তাহের
সদস্য

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ জালাল উদ্দিন
সদস্য

এডভোকেট মনজুর আহমদ আনসারী
সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ বাবুল ওসমান চৌধুরী
সদস্য

ডা. এটিএম রেজাউল করিম
সদস্য

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মুমিনুল হক
সদস্য

ডাঃ মুহাম্মদ ইউসুফ
সদস্য

এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

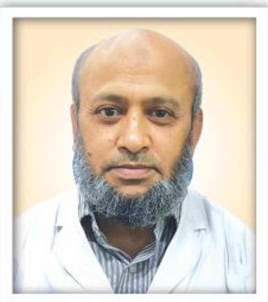

অধ্যাপক ডাঃ মুহাম্মদ মুনিরুল আলম
সদস্য

ডাঃ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সদস্য

অধ্যাপক মোঃ আমির হোসেন
(পরিচালক, সিআইএমসিএইচ) সদস্য

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ টিপু সুলতান
সদস্য

মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান
সদস্য

এডভোকেট সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
সদস্য

ব্যারিস্টার মোহাঃ বেলায়েত হোসাইন
সদস্য

ডাঃ মোঃ রেদওয়ানুর রহমান
সদস্য

অধ্যাপক মুজিবুল ইসলাম
সদস্য

অধ্যাপক মোহাম্মদ সিরাজ উদ্‌দ্দৌলা
সদস্য

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ
দ্বি-বার্ষিক গভর্ণিং বডি (২০২৩ ২০২৪)
(চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক গঠিত)

সম্মানিত সদস্যগণের পরিচিতি

চেয়ারম্যান

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী
সদস্য
এক্সিকিউটিভ কমিটি, ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

ভাইস চেয়ারম্যান

অধ্যাপক সাহেনা আক্তার
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও ডিন মেডিসিন ফ্যাকাল্টি, চমেবি।

সদস্য সচিব

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ টিপু সুলতান
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

সদস্য (প্রতিনিধি, স্বাপকম)

আব্দুল কাদের
যুগ্ম সচিব (নার্সিং শিক্ষা শাখা)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্য (প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর)

অধ্যাপক ডাঃ বায়েজিদ খুরশিদ রিয়াজ
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

সদস্য (প্রতিনিধি, বিএমএন্ডডিসি)

অধ্যাপক ডাঃ এ.বি.এম মকছুদুল আলম
সদস্য, কার্যনির্বাহী কমিটি
বিএমএন্ডডিসি

সদস্য (উপাচার্য প্রতিনিধি)

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ফরহাদ হোসাইন
অধ্যক্ষ
কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ।

সদস্য (চমেবি একাডেমিক কাউন্সিল প্রতিনিধি)

অধ্যাপক ডাঃ মিজানুর রহমান
অধ্যাপক, অর্থোপেডিক্স
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।

সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)

অধ্যাপক মোঃ আমির হোসেন
অধ্যাপক, মেডিসিন
সিআইএমসি

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

দ্বি-বার্ষিক গভর্ণিং বডি (২০২৩ ২০২৪)

(চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক গঠিত)

সম্মানিত সদস্যগণের পরিচিতি

সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান
বিভাগীয় প্রধান
সার্জারী বিভাগ, সিআইএমসি।

সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
ডাঃ মোঃ ইব্রাহিম চৌধুরী
ছাত্র/ছাত্রীর নাম: তাহমিদ ইব্রাহিম
রোল নং: ২৫ , ৯ম ব্যাচ, ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ

সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
ডাঃ মোতাহ্হার হোসাইন
ছাত্র/ছাত্রীর নাম: আরিফ মাহমুদ হোসাইন
রোল নং: ৪০, ৮ম ব্যাচ, ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ
চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মুসলিম উদ্দিন
সেক্রেটারী, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ তাহের
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
অধ্যাপক ডাঃ এম জালাল উদ্দিন
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
অধ্যাপক ডাঃ বাবুল ওসমান চৌধুরী
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
ডাঃ এ.টি.এম রেজাউল করিম
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

দ্বি-বার্ষিক গভর্ণিং বডি (২০২৩ ২০২৪)

(চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি মোতাবেক গঠিত)

সম্মানিত সদস্যগণের পরিচিতি

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
ডাঃ মুহাম্মদ ইউসুফ
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
ব্যারিষ্টার বেলায়েত হোসাইন
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
এডভোকেট মনজুর আহমদ আনসারী
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মুমিনুল হক
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

সদস্য (উদ্যোক্তা প্রতিনিধি)
মোঃ জিয়াউর রহমান
সদস্য, এক্সিকিউটিভ কমিটি
ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৩ এ জাতীয়ভাবে সম্মিলিত ৫ম ও বেসরকারী লেভেলে ১ম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করায় মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ শেরানকে সম্মাননা প্রদান করছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ ইসমাইল খান, এক্সিকিউটিভ কমিটি (DESH) এর সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, সেক্রেটারী অধ্যাপক ডা. মোঃ মুসলিম উদ্দীন, গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুন্নবী ও কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ টিপু সুলতান, হাসপাতাল পরিচালক অধ্যাপক মোঃ আমির হোসেন সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এমবিবিএস পেশাগত পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স মার্কস প্রাপ্তদের সংবর্ধনা (একাংশ)।

গল্প ও কবিতা

মহারাজের পদচিহ্ন

প্রফেসর মোহাম্মদ নুরুন্নবী
চেয়ারম্যান
গভর্ণিং বডি, সিআইএমসি

ঐ-ই দেখেন, ওখান দিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ ট্রেইল থেকে হালকা কাদায় নেমে সহকর্মী মোজাম্মেল হক একেবারে ঝুঁকে মাটির কাছাকাছি আঙ্গুল দিয়ে কি যেন দেখালেন। সবাই মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ি মড়ি করে দেখতে উদগ্রীব। কিছুটা দূর থেকে বাচ্চা কোলে অপর সহকর্মী মোস্তাফিজ বারবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে প্রায় ৪০ জোড়া চোখের অনুসন্ধানি দৃষ্টির বিষয়বস্তু উদ্ঘাটনে ব্যতিব্যস্ত। কেউ কেউ বলে উঠলেন এ 'মহারাজের' পদচিহ্ন। রহস্যের চাদর উন্মোচন করে অনেকটা রাশভারী কণ্ঠে সহকর্মী মোহাম্মদ ফারুক আবদুল্লাহ বলে উঠলেন না-না, এটা মহারাজের নয়, মহারাণী চিত্রার পদচিহ্ন। সাথে সাথে সবার অট্টহাসিতে নতুন অভিযাত্রীদলের আগমন বার্তা বনের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে যায়। এতে প্রায় ৩০ ঘন্টার বিরতিহীন ভ্রমণের ক্লান্তি ও খানিকটা হালকা হয়।

সালটি ২০২০। ৩০ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি, করোনা মহামারীর (COVID-19) মাসখানেক আগে রামগড় সরকারি কলেজ অফিসার্স কাউন্সিল এর উদ্যোগে আমরা গিয়েছিলাম পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ (লবনাক্ত) এবং একমাত্র শ্বাসমূলীয় বনভূমি ভ্রমণে। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তাজমহল পরিদর্শন করে বিশ্বের মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন, (১) যাঁরা তাজমহল দেখেছেন, আর (২) যাঁরা তাজমহল দেখেননি। সুন্দরবন ভ্রমণ করে আমার মনে হয়েছে অন্ততঃ বাংলাদেশের মানুষও দু'ভাগে বিভক্ত-(১) যাঁরা সুন্দরবন দেখেছেন, আর (২) যাঁরা সুন্দরবন দেখেননি।

হিমালয় ছুঁয়ে আসা গঙ্গা-ইছামতির মিঠাপানি আর বঙ্গোপসাগরের লোনাপানির মিলনস্থলে গড়ে উঠা প্রায় ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের সুবিশাল বনভূমির বাংলাদেশ অংশের বর্তমান আয়তন প্রায় ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার। বাকি অংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত। শুরুতে সুন্দরবনের আয়তন ছিল প্রায় ১৬৭০০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা জুড়ে সুন্দরবনের অবস্থান। স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি সুন্দরবন। বলেশ্বর, সুমতি, বড় শেওলা, পশুর, ইলিশমারী, মধুখালি, পরশকাঠিসহ ছোট বড় প্রায় ৫০ টিরও অধিক নদ-নদী পুরো বনকে জালের মতো ঘিরে রয়েছে। ফলে দূর থেকে সুন্দরবনকে অসংখ্য দ্বীপ-উপদ্বীপের সমাহার বলে মনে হয়।

৩০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা ১১:২০ মিনিটের সময় কলেজ গেইট থেকে ইকোনো পরিবহনের বাসযোগে পরিবারের সদস্যসহ ২৫ সদস্যের টিমের ভ্রমণ শুরু করে বিকেলে ৪ টায় কমলাপুর ষ্টেশনে পৌঁছাই। বিরতি রেস্তোরাঁয় বৈকালিক নাস্তা সেরে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা ৫৫ মিনিট বিলম্বে রাত ৮ টা ৫৫ মিঃ এ 'চিত্রা এক্সপ্রেস' ট্রেন যোগে যাত্রা করে পরদিন ভোর সাড়ে ৬ টায় খুলনা ষ্টেশনে পৌঁছাই। অটো যোগে ঘাট,ঘাট থেকে ডিঙ্গি নৌকায় তিনদিনের ঘরবাড়ি 'এম ভি রেইনবো' লঞ্চ যোগে সকাল ৯ টায় হাড়বাড়িয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

খুলনা থেকে ৭০ কিলোমিটার এবং মোংলা বন্দর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বনবিভাগের উদ্যোগে এ পার্কটি গড়ে তোলা হয়। পার্কের সামনের খালটি কুমিরের অভয়ারণ্য। এখানে খালের পাড়ে প্রায়ই লোনাপানির কুমির দেখা যায়। খালের উপর ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে সামনে গেলেই এক বিশাল পুকুর। ১৯৯৭-৯৮ সালে বীর শ্রেষ্ঠ সিপাহি মোস্তফা কামালের নামে এ পুকুরটি খনন করা হয়। পুকুরের মাঝখানে সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী গোলপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি করা বিশ্রামাগার পর্যটকদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। পুকুরের এক পাশ দিয়ে কাঠের তৈরি এক কিলোমিটার লম্বা ট্রেইল বনের ভিতর দিয়ে ঘুরে পুকুরের অপর পাশে এসে থেমেছে। পর্যটকগণ এ ট্রেইলের উপর দিয়ে হেঁটে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকেন।

পরদিন রাত সাড়ে ৩ টায় কটকা খালে নোঙর করা জাহাজ ভোর ৬ঃ১৫ মিনিটে মোংলা বন্দর থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুন্দরবনের এক আকর্ষণীয় স্থান কটকা বীচ দর্শনের জন্য জাহাজ থেকে নেমে পদব্রজে প্রায় এক ঘন্টার অধিক সময় কিছুটা ইট, মাটি বাকি পথ সৈকতের ধূসর বালি মাড়িয়ে মনমুগ্ধকর সৈকতে পৌঁছাই। প্যারাবন, সারি সারি সুন্দরী, কেওড়া ও জাম বৃক্ষের মাঝ দিয়ে প্রসারিত এ সৈকত স্থানীয়দের নিকট জামতলা সৈকত হিসাবে পরিচিত হলেও প্রকৃত পক্ষে জামতলার দূরত্ব এখান থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার।

সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা কটকা অভয়ারণ্যে কালেভদ্রে মিললেও আমাদের মতো অধিকাংশ পর্যটকের টাইগার টিলায় মহারাজের পদচিহ্ন দেখেই তুষ্ট থাকতে হয়। ভোরের সূর্যের সোনালি আভায় সমুদ্রের স্বচ্ছ জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত রংধনুর সাত রংয়ের খেলা পর্যটকদের মুগদ্ধ করে দেয়। পরিচ্ছন্ন সৈকতে ভোরের শীতল পানিতে পা ডুবিয়ে হাটাহাটি পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র' সৈকত কক্সবাজারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বনের ভিতর দিয়ে চলার সময় ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর সুন্দরবন উপকূলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এর ধ্বংসলীলা চোখে পড়ে। সংরক্ষিত বনভূমি হওয়ার সুবাদে ১২ বছর পরও সিডরের আঘাতে উপড়ানো বৃক্ষগুলো এখনো তার ভয়াবহতার নজির বহন করছে।

সুন্দরবন সিডরকে না থামালে দেশের মানুষ হয়তো আর একটি ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ প্রত্যক্ষ করতো। কটকা বীচ থেকে আমরা চলে আসি কটকা অফিস সাইড হরিণের অভয়ারণ্যে। চারদিকে নদী বেষ্টিত ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে চিত্রা হরিণ। পাতা হাতে মায়াবী ছোঁয়ায় হরিণের গায়ে মমতার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন অনেকে। এখানেও হরিণের পানি পানের জন্য মিঠা পানির পুকুর রয়েছে।

সকাল ৯ঃ৪৫ মিনিটে হিরণ পয়েন্টের (Hiron Point) উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বিকাল সাড়ে ৩টা নাগাদ পৌঁছাই। সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে কুঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে এর অবস্থান। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য নাম ফলকটি এখানে স্থাপিত। অভয়ারণ্য হিরণ পয়েন্টের অপর নাম নীল কমল। কাঠের তৈরি ট্রেইলের উপর দিয়ে হেঁটে বনের ভিতর দিয়ে ঘুরে আসা যায়। সারি সারি সুন্দরী গাছের আড়াল থেকে বানরগুলো আপনাকে স্বাগত জানাবে। হিরণ পয়েন্ট থেকে বিকাল ৪ঃ৪৫ মিনিটে আমরা পৌঁছে যাই সুন্দরবনের শুটকির রাজধানী 'দুবলার চর'। ইহা মূলতঃ জেলে গ্রাম। মৎস্য আহরণ, শুটকি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ৮১ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের সুবিশাল এ চর সারা বছর নিষ্প্রাণ থাকলেও অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী মাস প্রাণ ফিরে পায়। এ সময় হাজার হাজার জেলে চরে অস্থায়ী নিবাস গড়ে তুলে মাছ শিকার ও শুটকি উৎপাদনে মহাব্যস্ত সময় কাটান। প্রতি বছর কার্তিক মাসে এ চরে বসে 'রাস মেলা'। জনশ্রুতি আছে মেলাটি প্রায় ২০০ বছর থেকে চলে আসছে। চোখ জুড়ানো সবুজ বেষ্টনী, চিত্রা হরিণের অবাধ বিচরণ, রকমারী শুটকির সমাহার চরটিকে অপূর্ব করে তুলেছে। এখন থেকে শুটকি না কেনে কোন পর্যটক ফেরেন কিনা বলা মুশকিল। দুবলার চরের শুটকির স্বাদই আলাদা।

সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ শুটকির বোঝা নিয়ে ডিঙ্গি নৌকায় দোল খেতে খেতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে নদীর বুকে নোঙ্গর করা ভ্রমণ বাহন 'রেইনবো' যোগে ভ্রমণ সূচির সর্বশেষ পয়েন্ট করমজলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। রাত নেই দিন নেই রেইনবো চলছেতো চলছেই। নাওয়া - খাওয়া - বিশ্রাম সবই রেইনবোতে। এখানে বলে রাখি, সুন্দরবন ভ্রমণ ভোজন রসিকদের জন্য খুবই উপযোগী। দু'বেলা খাওয়া, তিন বেলা নাস্তা। খেয়ে শেষ করা যায় না। রকমারী মাছ-মাংস, ডাল, সবজি, ডিম, ভর্তা কত আর খাবেন। পূর্ব থেকে শ্রুতি ছিল সুন্দরবন ট্যুর নাকি ভোজন বিলাসী ট্যুর। ভোজনে সাবধান না হলে ভ্রমণের স্বাদ লঞ্চে শুয়ে শুয়ে নিতে হবে।

ভোর ৬ টায় খুলনা থেকে ৬০ কিলোমিটার এবং মোংলা বন্দর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে পশুর নদীর তীরে অবস্থিত সুন্দরবনের অন্যতম পর্যটন স্পট করমজল ইকো-ট্যুরিজম পার্কে পৌঁছাই। এখানে বাংলাদেশের কুমিরের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্রটি অবস্থিত। কেন্দ্রের প্রাণ স্পন্দন রোমিও-জুলিয়েট ও পিলপিল দম্পতি। এ দম্পতির পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছোট-বড় মিলে প্রায় ৪০০ শতাধিক। খাঁচায় ঘেরা চিত্রা হরিণ প্রজনন কেন্দ্র, রেসাস বানর ও বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি, সর্বোপরি গোলপাতার তৈরি ইরাবতী ডলফিন পর্যটকদের মুগ্ধ করে দেয়। তাছাড়া মহারাজ রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখার স্বাদ না মিটলেও করমজল চিড়িয়াখানায় কাঁচের বাক্সে সংরক্ষিত মহারাজের 'পদচিহ্ন' সকলের দেখার সুযোগে রয়েছে। সুউচ্চ টাওয়ার থেকে দিগন্ত প্রসারিত সুন্দরবনের সৌন্দর্য অবলোকনে চক্ষু শীতল করা যায়। খুলনা-বরিশাল বিভাগকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষায় সুন্দরবন ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উপকূলে আঘাত হানা ঝড়ের অর্ধেকের বেশি সুন্দরবন বনের উপর দিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র শ্বাসমূলীয় বনভূমি। প্রতিনিয়তই পলি জমে গড়ে উঠছে নতুন নতুন ভূমি। আর এ ভূমিতে প্রাকৃতিক ভাবেই গড়ে উঠছে শ্বাসমূলীয় বনভূমি। সুন্দরবন হচ্ছে বিশ্বের বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় বহু পশু পাখির অন্যতম নিরাপদ আবাসস্থল। এ বনে মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী প্রাণির আনুমানিক প্রজাতি ২২০০, চিহ্নিত প্রজাতি ১৫১৫। সারা দেশে মোট প্রজাতি ১১৮০০ এবং চিহ্নিত ৭৯৭৩। এ বনে ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৯১ প্রজাতির মাছ এবং ৩১৫ প্রজাতির পাখি রয়েছে। এ বনে হরিণের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ, লোনা পানির কুমির প্রায় ১৫০-২০০ টি, ডলফিন ৬ হাজার এর মতো। দেশের মাছের চাহিদার ৩০ ভাগ যোগান দেয় সুন্দরবন। সুন্দরবনের উদ্ভিদ প্রজাতি ৩৩৪ টি। বিশ্বের শ্বাসমূলীয় বৃক্ষের ৪৮ টির মধ্যে ১৯ টিই সুন্দরবনে। লবনাক্ততার কারণে এ বনে ফলদ বৃক্ষের অস্থিত্ব বিরল। এ বনভূমির ১১ ভাগই সুন্দরী বৃক্ষ।

পৃথিবীর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একমাত্র আবাসস্থল সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ২০১৯ সালের জরিপ অনুযায়ী ১১৪ টি, তবে ২০২১ সালের জরিপে এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৬৪ টি। ভারতীয় অংশে এর সংখ্যা ২০১৯-২০২০ সালের জরিপ অনুযায়ী ৯৬ টি। মহারাজরা মাঝে মধ্যে সম্প্রীতি স্বরূপ নদী সাঁতরে এপার বাংলা ওপার বাংলায় যাতায়াতও করে। সুন্দরবনে উদ্ভিদকূলের মধ্যে- সুন্দরী, গেওয়া, গরাণ, গোলপাতা, কেওড়া, বাইন, পশুর, কাকড়া, খলসি ইত্যাদি প্রধান। অপর দিকে প্রাণিকূলের মধ্যে- রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, বন্য শুকর, বানর, কুমির, অজগর, ডলফিন, ভোঁদড়, বনবিড়াল, মেছো বিড়াল ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি অন্যতম।

২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ টায় খুলনা ঘাটে 'রেইনবো' থেকে নামার পর বারবার মনে হচ্ছিলো ৪৩ বছর বয়সী মাষ্টার শেখ নাজিম উদ্দীন, কিচেন বয় বাবুর খালি কণ্ঠে অপূর্ব সুরের গান, তরুণ দক্ষ ট্যুর গাইড মেহেদীসহ লঞ্চের স্টাফদের সুন্দর ও আন্তরিক ব্যবহারের কথা। স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান স্মৃতিকাতর ভ্রমণদলকে বন্ধু আবুল ফজলের মিষ্টিমুখ করানো, অবশেষে রাত সাড়ে ১০ টার 'সুন্দরবন এক্সপ্রেস' ট্রেন যোগে যাত্রা করে পরদিন সকালে কমলাপুর হয়ে একই পথে দুপুর ১:৩০ মিনিটে কলেজ গেইট পৌঁছার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ৫ দিনের বৈচিত্র্যময় সুন্দরবন ভ্রমণের।

মোংলা বন্দরকে কেন্দ্র করে পশুর নদীর তীরসহ সুন্দরবনের কাছাকাছি গড়ে উঠেছে ছোট বড় অনেক শিল্প-কারখানা। সংরক্ষিত বনভূমি হলেও সংযুক্ত নদীগুলোতে বাধাহীনভাবে চলছে অসংখ্য নৌযান। এগুলোর বর্য্য ও কালো ধুঁয়া সুন্দরবনের স্বচ্ছ জলরাশীতে এঁকে দিচ্ছে কলংকের তিলক। তাছাড়া সুন্দরবনের পরিবেশের জন্য ভবিষ্যতে মারাত্মক হুমকি হতে পারে রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি।

আমাজনকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। তাহলে সুন্দরবন কেন হবেনা উপমহাদেশের ফুসফুস। বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন শোষণের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা কমায় সুন্দরবন। সুন্দরবন এ অঞ্চলের অন্যতম অক্সিজেন উৎপাদন কেন্দ্র। প্রতিবেশ-পরিবেশ রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবিলা, অর্থনীতিতে অবদানসহ জাতীয় জীবনে সুন্দরবনের গুরুত্ব অত্যন্ত চমৎকারভাবে একবাক্যে ফুটে উঠেছে প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ইমেরিটাস ড. আইনুন নিশাত এর বক্তব্যে। তাঁর মতে, "আমরা পদ্মা সেতুসহ অনেক কিছু বানাতে পারবো, কিন্তু' আর একটি সুন্দরবন বানাতে পারবো না"।

বিশ্ব ঐতিহ্যের মাইল ফলক সুন্দরবন রক্ষা করার জন্য শুধু সরকার নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ দেশের সকল সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসা উচিত।

Residential Field Site training

Dr. Mohamma parvez Iqbal Sharif
Associate Professor
Department of Community Medicine
Chattagram International Medical College

The undergraduate medical curriculum in Bangladesh consists of four phases over a duration of five years leading to a MBBS degree. Phase 1 comprises year 1 and 2 phase-II comprises year 3, phase-III comprises year 4 and phase-IV comprises year 5. Recently the curriculum was reviewed again and phase-1 consolidated to one and a half years, phase-II & phase -III one year each and phase-IV expanded to one and a half years. In phase 1, basic science subjects are taught mainly, para-clinical and clinical subjects are taught from phase II onwards. Students have to appear at four professional examinations at the end of each phase. In between, there are formative assessments as well. During their study in phase II, year 3, every medical student has to reside ten days in an Upazilla Health Complex (UHC) for RFST under the guidance. UHCs are the basic units of primary health care service centers. Students are placed in an affiliated UHC of the respective medical colleges under the Upazilla Health and Family planning Officer (UH&FPO), who is the head of UHC.

COME (community oriented medical education):

30 days (10 day's day visit+10 days RFST+10 Days study tour) for 3rd Year students is an integral part of the curriculum of Community Medicine. Residential field site training (RFST) is an approach to community-based education in undergraduate medical education in Bangladesh, one of the most densely populated developing countries in the world located in the south Asia region. Bangladesh gives special priority to economic, social and health service development like other developing countries. The undergraduate medical curriculum of Bangladesh has been changed to community based by the Center for Medical Education Dhaka in 1988, and it has been implemented since 1990 under the guidance of further improvement of Medical Colleges project. The ultimate aim of RFST is to teach tomorrow's doctors in the context of their everyday life where they have to practice in future after graduation Objectives of RFST.

During RFST, Student had to work in a different committee like General committee, food committee, scientific committee etc. with different students and having different responsibilities and also had to work with multi-professionals, which helped them to develop group management, team building and leadership skills, which are generic skills and should be processed by every future doctor.

They are placed usually in a group of around 20-24 students, which are further subdivided into two sub groups. Students visit different sections of UHC and observe the functions of each section. Case discussions are held in the morning with in-patients as well as outpatients, During RFST, student of rural families. During their survey they are divided into further smaller groups. Each student has to fill out five pre-prepared questionnaires by visiting five rural families. Before home vistis of rural families, Students are aware of social and religious sensitive issues of families. Teacher of Community Medicine and field level staff of UHC guided the students during their survey. They also visit different rural health sub centers (grass root levels health posts), talk to different domiciliary health and family planning workers, traditional birth attendants (TBA) and other personnel engaged in community development activities. In the evening/ night students unite together in a community hall and share their experiences. Each of the students compiled and analyzed their data first individually, then by subgroups and finally by the whole group. Students present their survey findings by organizing a seminar at the closing day of RFST program where institutional heads of both the campus (Medical College) and Community (UHC), with other facilitators, are present.

For better group functioning Students usually form three committees, namely general committee responsible for overall supervision of the students, scientific and cultural committee responsible for organization of seminars and other related matters and a committee responsible for food management for the students. Each committee usually comprises one convener and two members, one from the males and the other from the females. This study was designed to investigate the perceptions of students and teachers about RFST as an approach to CBE (Community Based Education). RFST offers the students an opportunity to develop awareness on the common health problems of diverse rural people.

Once Students have better awareness and understanding of the diverse community problems, they will be in a better position to make decisions in handing those problems later in their professional life. RFST exposed the Students to a real life situation through an opportunity to come into close contact with rural people, which helped them to be aware of their norms, beliefs, prejudices, financial problems, housing problems, illiteracy, violence, ignorance etc. and also be aware of the role of these factors in the causation and management of illness.

After completion of the Residential Field site Training program as future health care providers students will be able to:

¢ Become accustomed with the environment and lifestyle of peoples of rural community.

¢ Identity health needs and problems of the community people and priorities them.

¢ Conduct survey based on health needs and problems of the community.

¢ Be acquainted with health care delivery system of PHC level in Bangladesh.

¢ Develop intersectoral coordination.

Medical education is in a process of constant change and internationally it is recognized that undergraduate medical education must adapt to changing needs. Many factors may influence the outcome of education such as educator, educational material, educational foyer such as lecture rooms, educational settings like hospital based, community based etc. Community-based education (CBE) is on important strategyof WHO in the education of health personnel for achieving the aims of primary health care and thereby health for all. Traditional hospitals, which are gradually turning into a huge intensive care unit are no longer treated as the only or best places to train doctors for the 21st century, as they fail to meet the needs of the society. There is a growing recognition that in addition to strong scientific knowledge and excellent clinical skills, the doctors should possess generic skills and be able to communicate effectively with patients, patients families and colleagues: act in a professional manner; be aware of socio-cultural diversities, values, prejudices etc. and provide care with understanding of those values and dimensions of patient's lives. Society expects tomorrow's doctor should be a good care provider, decisions maker, communicator, leader and manager, the characteristics, which have been advocated by world Health Organization (WHO) as five star doctors. RFST provides an opportunity to the students to have close contact with rural people and be aware of their norms, beliefs, prejudices, financial problems, housing problems, illiteracy, violence, ignorance etc. and also aware of the role of these factors in the causation and management of illness. Exposure to the real life situations of rural people through RFST, students have to work and behave in a certain way which helped them to develop their generic skills. Implementing an effective community based educational programme is not an easy task. It requires close collaboration between health and educational administrations and proper integration of inter-institutional consultation and coordination. A community based component in curriculum should not be seen as a separate entity by the policy makers. To get real benefit from CBE, it is important that the entire learning process and institutional involvement should be programmed as one entity.The way in which objectives are incorporated into the curriculum will depend on the situation, program, strategies and resources of a particular country.

জীবনের খেরো খাতায়

মোঃ নাজমুল হুদা রিপন
সহযোগী অধ্যাপক
শিশুরোগ মেডিসিন বিভাগ

মানুষের ক্ষুদ্র এই জীবনে কত ঘটনাই না ঘটে কোনটি সুখের, কোনটি হাসির, কোনটি বিব্রতকর কোনটি আবার আতংকের। আমার এ জীবনে তার সবকিছুরই স্বাদ আমি পেয়েছি সেসব স্মরণ করে কখনো কখনো হাসি বা লজ্জা পাই।

সুখের ঘটনাটি দিয়েই শুরু করি। ১৯৭৯ সাল, আমি ৮ম শ্রেণীতে জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিলাম চট্টগ্রামের সরকারী মুসলিম হাই স্কুলে সহপাঠী ৮-১০ জন সহ। আমার আত্মবিশ্বাস বরাবরই টলোমলো ছিলো যে আমি বৃত্তি পাবো কিনা তাছাড়া পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পাইনি, উল্টো বিব্রত হয়েছি। মাসখানেক পর বৃত্তির ফল পেলাম, স্কুল থেকে জানানো হলে আমরা ৩ জন বৃত্তি পেয়েছি ষ্টিল মিল হাই স্কুল থেকে (বর্তমানে বিলুপ্ত), হেড স্যার জানালেন কাজির দেউরীতে জেলা শিক্ষা অফিসে গিয়ে তা নিশ্চিত করে আসতে। আমি আর আমার বন্ধু ডাঃ মোজাম্মেল শরিফী (বিভাগীয় প্রধান, চক্ষুবিভাগ, চমাওশিহা) দুজনে বাসে করে এলাম আশকার দীঘির পাড়, ডিডিপিআই অফিসের টাঙ্গানো বোর্ডে ৩ জনের নাম দেখলাম। মোজাম্মেল ট্যালেন্ট পুলে আর আমরা বাকী দুজন দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি পেলাম। স্কুল থেকে একরাশ আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বিকেলে ভলিবল খেলতে মাঠে যাই। আব্বা অফিস থেকে এলেন এবং যথারীতি উনিও ভলিবল খেলতে গেলেন। আমি মাঠে বসা, হঠাৎ আব্বা গম্ভীর মুখে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তোর বৃত্তির রেজাল্ট কি? জাহিদের ভাতিজা ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছে, আমি ভয়ে ভয়ে রেজাল্ট বললাম। আব্বার চেহারা খানিকটা প্রশান্তিতে ভরে গেলো, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর বাবার পিছনে দাড়িয়ে সহকারী হিসাবে ভলিবল খেলতে নামলাম। পরবর্তীকালে ভলিবলে বাবার সাথে আমিও সামনে খেলতাম। আমাদের জুটিটা ভালো ছিলো। আজ বাবা বেঁচে নেই, আল্লাহ আমার বাবাকে জান্নাত নসীব করুন। এবার বিব্রতকর অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৭৬ সাল, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি, বৃত্তি পরীক্ষা দিবো সরকারী কলেজিয়েট স্কুলে, বয়স নয় বছর, বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার কিছুক্ষণ পরই আমার প্রচন্ড হিস্যু পায়। হলে ডিউটিরত অচেনা স্যারকে বললাম, উনি বললেন আরো ১ জন ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়েছে, ও এলে তারপর যেতে। আমার অপেক্ষার পালা আর শেষ হয় না। এদিকে আমার নিম্নমুখী চাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে। স্যার যখন অনুমতি দিলেন আমি তখন বিমানের গতিতে ছুটলাম। টয়লেট ছিলো মাঠের মাঝে।

আমি যেতে যেতে আমার ঘূর্ণিঝড় ততক্ষণে জলোচ্ছ্বাসে রূপ নিয়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করে দেয়। আমি হতবাক ও লজ্জিত, দ্রুতই আবার ফিরে এলাম, স্যার ও বিস্মিত এবং মুচকি হাসি দিলেন। আমি ভেজা কাপড়ে অধিকতর শরমিন্দা হয়ে চেয়ারে বসে আবারও লিখতে শুরু করি। পরীক্ষার পর সহপাঠীরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করলো। ভয়ের ঘটনাটা ঘটলো ১৯৯৪ সালে। আমার প্রথম বিসিএস পোষ্টিং বাঘাইছড়ি থানার স্বাস্থ্য কমপ্লেকস (রাঙ্গামাটি জেলায়), রিজার্ভ বাজার থেকে ভোরে লঞ্চে যাত্রা করে বিকালে পৌঁছাই। খাগড়াছড়ি দিঘীনালা হয়েও নদীপথে যাওয়া যায়। জরুরী প্রয়োজন ছিলো বিধায় আমি একবার রওনা দিলাম খাগড়াছড়ি হয়ে দীঘিনালায়।

দীঘিনালা থেকে চাঁদের গাড়িতে বাঘাইহাট ও গন্তব্য বাঘাইছড়ি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী নদী কাচালং এর বুক চিরে নৌকা এগিয়ে চললো জনা বিশেক যাত্রী আমরা দুজন মাঝি সহ বাঙ্গালী চাকমা যাত্রীদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী যারা নিয়মিত এ পথে যাতায়াত করে। আমরা নৌকায় উঠলাম আনুমানিক ৩:৩০ টার (বিকাল) দিকে যদিও জানতাম এ পথে শান্তি বাহিনীর আনাগোনা আছে, তাছাড়া সময়টাতে পাহাড়ে অস্থিরতা বিরাজ করছে, নৌকা উজান থেকে ভাটির দিকে যেন দ্রুতই চলছে। দু'পাশে গভীর বন, বড় বড় বৃক্ষ, সভ্য দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মনে হবে আমাজনের গভীর বনের মাঝ দিয়ে চলছি। হঠাৎ নদীর পাড় থেকে একজন লোক হাত তুলে নৌকা থামাতে বললো, নৌকা ভিড়তেই দেখলাম চাকমা একজন মানুষ। লোকটি প্রত্যেকের কাছ থেকে টোকেন চাইলো, তারা গোলাপী একটি কাগজের টুকরো তার হাতে দিলো। নদীর পাড়ে আরো একজন মানুষের উপস্থিতি টের পেলাম।

আর্মিদের বুট পড়া, জলপাই রংয়ের পোষাক, ছাতা মাথায় উল্টোদিকে মুখ করে বসে আছে। আমার তখন ভীষন ঘাম শুরু হয়েছে, হার্ট বিট বাড়ছে কিডন্যাপ করতে পারে এটা ভেবে, উপর থেকে লোকটা চেহারা না দেখিয়েই বললো ডাক্তার রে নাইমতে খ। পাড়ের লোকটি তাড়াতাড়ি আমাকে নামতে বললো। আমি পাড়ে নামলাম আমাকে কিছুদূর হাঁটালো একটা জংগলের আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো "তোর নাম কি? হিন্দু না মুসলিম, এন্ডে কিল্যাই আইস্যোস?" উত্তর দিলাম আমি আবার এও বলি আমাদেরকে সরকারীভাবে এখানে পাঠানো হয়েছে তোমাদেরকে সেবা করার জন্য চিকিৎসা করার জন্য সাহস করে আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাকে কেনো এসব জিজ্ঞেস করেছো? উত্তর এলো চাকমা বাসায় "বানা বানা (শুধু শুধু) ডাক্তার তুই নাওত যাই ব" (নৌকায় গিয়ে বসো)। হঠাৎ করে শরীরটা অনেক হাল্কা বোধ করলাম মনে হলো ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। সন্ধ্যা নাগাদ থানা সদরে পৌঁছালাম, অফিসারদের জানালাম তারা বললেন আপনার সম্পর্কে সব তথ্য জানে বলেই আপনাকে ডেকে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে। এর অর্থ আমরা তোমাকে ভালভাবেই চিনি।

এরপর আরো দুয়েক বার ঐ পথে যাতায়াত হয়েছিলো তবে এমন আতংকের মুখোমুখি আর হইনি তাতে বিশ্বাসটা জন্মেছিলো যে শান্তিবাহিনীর লোকজন সাধারণত দুর্নীতিবাজ লোক না হলে কিডন্যাপ করে না বা ছিনতাই করে না। আতংকের এই বিকেলটা আমার আজীবন মনে থাকবে।

বাঘাইছড়ি চাকুরীর সুবাদে আরো বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় আমার ঝুলি সমৃদ্ধ। আবার কখনো সময় পেলে লিখবো...

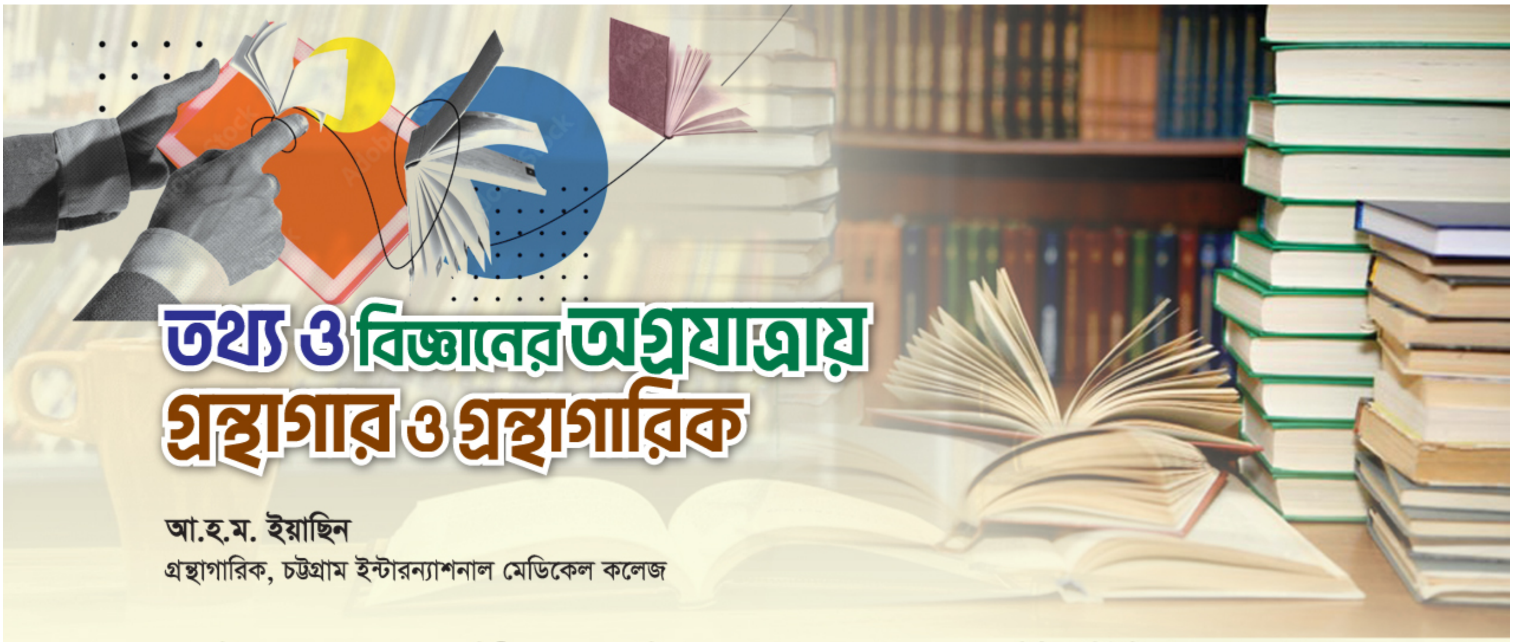

তথ্য ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক

আ.হ.ম. ইয়াছিন
গ্রন্থাগারিক, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রসরমান এ পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ ও উৎকর্ষের সাথে সাথে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে অজানাকে জানতে অচেনাকে চিনতে অজেয়কে জয় করতে এবং নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে। তথ্য বিজ্ঞানের এ যুগে প্রতিনিয়ত জন্ম নেয়া হাজারো তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ ও বিন্যাসের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সঠিক তথ্যটি পাঠকের নিকট সরবরাহ করতে যে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত আশ্চয্যজনক ও গুরুত্বপূর্ণ সেবা দিয়ে যাচ্ছে তা হলো Library তথা গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে তাৎক্ষণিক অথবা ভবিষ্যত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রী নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়, নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সাজিয়ে রাখা হয় এবং পাঠকের মধ্যে প্রয়োজনে বিতরণ করা হয়। গ্রন্থাগারকে তথ্যকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র বা Store House of Knowledge যাই বলা হোক না কেন এটি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি, এটি মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন। একটি জাতির সভ্যতার ধারক ও বাহক। গ্রন্থাগার একটি জাতীর সমস্ত মুদ্রিত প্রকাশনা সযত্নে সংরক্ষণ করে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য জাতির বীরগাথা, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে রাখে। এখান থেকেই জ্ঞান পিপাসুরা বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করে সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণে সহায়তা করে। গ্রন্থাগারিক পাঠকের চাহিদানুযায়ী পাঠ্যসামগ্রীর সংস্থান করেন, সংগ্রহ করেন, প্রক্রিয়াকরণ করেন এবং দ্রুততম সময়ে পাঠকের হাতে পৌছে দেন।

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই জ্ঞান সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখার নিমিত্তে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার গড়ে উঠে। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য আসুরবণীপাল গ্রন্থাগার, আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার (৩০৫ অব্দে), পারগামাম গ্রন্থাগার (২৪২ অব্দে), লাইব্রেরি অব কংগ্রেস গ্রন্থাগার, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ফ্রান্স গ্রন্থাগার, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মধ্যযুগীয় মুসলিম গ্রন্থাগার, গ্রীক গ্রন্থাগার, নিজামিয়া গ্রন্থাগার, মোনাস্টিক গ্রন্থাগার, বাইতুল হিকমা গ্রন্থাগার, কর্ডোভা গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার, দেশের জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার ও গণ-গ্রন্থাগার, যাকে জনগনের বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা হয়। গ্রন্থাগার সর্ম্পকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন "গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা হাসপাতালের চাইতে কম নয় বরং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি" মানুষের প্রয়োজন ও প্রয়োজনীয়তার দ্রুততার কথা চিন্তা করে সময়ের প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগার ক্রমবিকাশকে উন্নীত করে আজ ডিজিটাল ও অটোমেশনে পরিণত করছে। এ ছাড়া লাইব্রেরীর মূল হলো Save the Time of the Reader (পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে) এ স্লোগানকে বাস্তবায়ন করতেই গ্রন্থাগারের পথ চলা। গ্রন্থাগারের কাজ শেষ হয় না। ঘড়ির কাটা যত ঘুরবে, সূর্য যতদিন উঠবে, কাজ ও ততদিন চলবে আর চলবে।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী এস আর রঙ্গনাথন বলেন- Library is a growing organism.

গ্রন্থাগারিকতা এমন একটি পেশা যা গোটা সভ্যতাকে বিস্মৃতির হাত হতে রক্ষা করে। জ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, যোগান ও বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন স্থায়ীত্ব দান ও প্রসারের পথ সুগম করেন গ্রন্থাগারিক। শিক্ষকের মত একজন গ্রন্থাগারিকও দিয়াশলাইয়ের কাঠির ন্যায় সুপ্ত শিখা হাতে ধরে আছেন, অপরের ব্যবহারের জন্য যা ব্যবহার করে তারা জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। গ্রন্থাগারিক বা লাইব্রেরিয়ান তার লাইব্রেরির পাঠকক্ষে পাঠকের নিজস্ব সময় ব্যাপী সরাসরি জ্ঞান লাভের সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। অন্যের

অন্তরে জ্ঞানের শিখা জ্বেলে দেয়াই তাঁর কাজ। ওমর খৈয়াম বলেছেন- "রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা যদি তেমনি বই হয়"। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেন- "এই মস্ত বড় পৃথিবীতে কোন কিছুরই মূল্য নেই, আছে শুধু এক অমূল্য রত্নের তা হলো শিক্ষা আর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বই"। এখানে সহজেই ফুটে উঠে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। খাদ্য যেমন দেহের পুষ্টি যোগায়, তেমনি বই যোগায় মনের পুষ্টি। বিখ্যাত চীনা দার্শনিক কুয়ানসু বলেছেন "যদি এক বছরের পরিকল্পনা মত ফল পেতে চাও তবে শস্য বপন কর। যদি দশকে পরিমাণ মত ফল পেতে চাও তবে বৃক্ষ রোপণ কর, আর যদি সমগ্র জীবনের জন্য পরিকল্পনা করে ফল পেতে চাও তবে মানুষের সুশিক্ষার ব্যবস্থা কর" গ্রন্থাগারের মূল উদেশ্য এখানেই নিহিত।

উন্নত ও মান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, গ্রন্থাগার জ্ঞান ও তথ্যসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমিক গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল এর পাঠককে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সাহায্য করা। তাই আমাদের একাডেমিক গ্রন্থাগারের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়) জ্ঞান সামগ্রী বৃদ্ধি করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠকদের জন্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়তে হবে। আধুনিক ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছাড়া শিক্ষার গুণগত মান অর্জন সম্ভব নয়, সত্যিকার অর্থে আধুনিক গ্রন্থাগারসেবা যদি সুনিশ্চিত করা না যায়, নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন নয়। একটি নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন না করলে শিক্ষা কার্যক্রমের কোন উন্নতি হবে না। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার যত সমৃদ্ধ ঐ প্রতিষ্ঠানটি তত সমৃদ্ধ। তাই প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধ করার স্বার্থে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করা অতীব প্রয়োজন। গ্রন্থাগারকে বাদ দিয়ে শিক্ষার কথা ভাবা যায় না, তেমনি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারকর্মীর উন্নয়ন ব্যাতিরেকে শিক্ষার উন্নয়নের কথা চিন্তা করা আকাশকুসুম কল্পনার মত।

কিন্তু আমাদের সমাজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের গুরুত্ব দেয় না কেননা আমাদের সমাজের মানুষ চায় তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফল কিন্তু গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষ সুদুরপ্রসারি ফল ভোগ করে নিজেকে সৎ, যোগ্য ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। যার ফলে পরিবর্তন শুধু সমাজেরই নয় বরং দেশ, দশের ও সারা বিশ্বের। লেখক লেখেন, প্রকাশক প্রকাশ করেন, বিক্রেতা বই বিক্রি করেন, আর গ্রন্থাগারিক এসব সংগ্রহে এনে গ্রন্থাগারের যথাযথ বিন্যাস করেন এবং পাঠকের মাধ্যমে সমাজে জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করেন, সমাজের সেবাই গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। সমাজ ও গ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক।

গ্রন্থাগারিক হলেন শিক্ষাকার্যক্রমকে সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খলভাবে পাঠদানে সহায়তা করার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৯৬০ সালের ০৩-১৪ অক্টোবর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়াতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ক এক আঞ্চলিক সেমিনারে ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাগারিকতা পেশাকে আকর্ষণীয় এবং মর্যাদা সম্পন্ন করতে এর কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান পেশাজীবীদের পদবী মর্যাদা শিক্ষকদের মত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশ্ব আজ এদিকেই হাঁটছে। আমাদের দেশেও এর আমূল পরিবর্তন এসেছে। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক পদমর্যাদার।

সমাপ্তিতে বলতে হয় শিক্ষার সত্যিকার মান নিশ্চিত করতে গ্রন্থাগারের সাথে অবশ্যই গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে ভাবতে হবে। কেননা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক একই সূত্রে গাঁথা। শিক্ষার সর্বোচ্চ ও সার্বিক মান উন্নয়নে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। বেশী গুরুত্ব দিতে হবে পাঠকের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে।

মায়া

ডাঃ সাখিকা খানম
এমবিবিএস (৪র্থ ব্যাচ)

খুব সম্ভবত ভদ্র মহিলার নাম ছিল আসিয়া বেগম। বয়স ৭০ বছর এর কাছাকাছি। উনাকে আমি দাদু বলেই সম্বোধন করতাম। প্রায় ০১ বছর আগের কথা, আমি তখন, নব্য থার্ড ইয়ারে পড়া একজন স্টুডেন্ট। তখন, আমার মেডিসিন ওয়ার্ডের প্লেসমেন্ট, আর সেই দাদু ছিল ফিমেল বেড ০৯ এর একজন পেশেন্ট।

সে সময় আমাদের মূল কাজ ছিল প্রতিদিন পেশেন্টের হিস্ট্রি নেওয়া। আমার জন্য বরাদ্দ ছিল সেই ফিমেল বেড ০৯। প্রথম যেদিন আমার উনার সাথে দেখা হয়। সেদিন উনি মোটেই কোঅপারেটিভ ছিলেন না। মানে উনি আমাকে কিছুই বলবেন না। বড্ড অভিমানি এক দাদু। প্রথম দিন আমার হিস্ট্রি নেওয়া হলো না আর। ক্লাসের সময় হয়ে গেলে প্রায় দেড় ঘন্টা মেইল ওয়ার্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস করার পর ক্যান্টিনে যাওয়ার পালা ব্রেক টাইমে। লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে; কি যে মনে করে আবার ফিরে গেলাম ঐ দাদুর কাছে। মনে হলো, হয়তো পরদিন ওনার সাথে আমার দেখা না ও হতে পারে।

দুষ্টামি করে আমি উনাকে বললাম "আজকে একটা কথাও তো বললেন না, নাতির সাথে এত অভিমান করলে হয়!! কাল দেখা না ও হতে পারে; ভালো থাকবেন।" আমার এ কথা শোনার পর উনি কিছুটা লাজুক মিষ্টি হাসি হাসলেন। আসার সময় আমি কি ভেবে জানি না, উনার কপালে হাত রেখে বিদায় নিয়ে আসলাম।
"ক্লাস আছে এখন আসি দাদু; ভালো থাকবেন।"

পরদিন আবার বেড ০৯ ফিমেলে ঐ দাদুভাই! উনি একপাশ করে শুয়ে আছেন আর কি যেন ভাবছেন। আমি গিয়েই উনার হাতটা ধরে যেই দাদু সম্বোধন করলাম, উনি মুচকি হেসে উঠে বসলেন। আমাকে সেদিন নিজ থেকেই হিস্ট্রি দিলেন।

সাথে খানিকটা গল্প ও করলেন। হয়তো দীর্ঘ সময় প্রাণ খুলে হাসেননি আপনজনদের সাথে। তবে আমার দুষ্টু-মিষ্টি কথায় মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। হয়তো আমাকে তাঁর আপন নাতনিই ভাবতে শুরু করলেন।

পরদিন আবারও তাঁর সাথে দেখা। আমাকে দেখে তিনি আবারও হাসলেন: আমিও মুখে হাসি নিয়েই এগিয়ে গেলাম। উনি নিজ থেকেই নিজের জীবন নিয়ে কিছু বললেন। সেদিন আসলেই মনে হলো: প্রতিটা মানুষের জীবন এক একটা গল্প। আসার সময় লিফটের সামনে আমি আমার ফ্রেন্ডকে বললাম। প্রতিদিন দাদুটাকে দেখেই অনেক খারাপ লাগে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন উনি সুস্থ হয়ে যান। পরদিন সকালে কলেজে যাওয়ার সময় বারেবারেই কেন যেন উনার কথায় মনে পড়ছিল। ক্যান্টিনে সকালের নাস্তা খাওয়ার সময়ও উনার মুখ চোখের উপর ভাসছে। সকাল ০৯ টায় লেকচার ক্লাস শেষে ০৯-১১টা ওয়ার্ডের ক্লাস করার সময়, সেদিন দরজা দিয়ে (৯-১১টা) ঢুকেই দেখি বেড ০৯ শূন্য পড়ে আছে। বেডের উপর সেই সাদা চাদরটাও নেই। ভাবলাম হয়তো অন্য কোথাও তিনি শিফট হয়েছেন। সামনে এক নার্সকে জিজ্ঞাস করলাম বেড ০৯ এর পেশেন্ট সম্পর্কে উনি জানালেন, গতকালই তিনি সুস্থ হয়ে নিজের বাড়ি চলে গিয়েছেন।

একদিকে উনার বাড়ি যাওয়ার খবরটা আমার জন্য যেমন স্বস্তির ছিল, ঠিক তেমনি উনাকে না দেখার অদ্ভুত এক মন খারাপ। পরক্ষণেই নার্স আপুটা হেসে বলল, উনি যাবার সময় আমার কথা বলে গিয়েছেন। বারবার নাকি বলছিলেন, নাতিটার সাথে আর দেখা হবে না।
আমি মুচকি হাসছি; কিছুটা অবাক ও হচ্ছিলাম। আশা করি উনি আমাকে মনে রাখবেন। শূন্য পড়ে থাকা বেড ০৯ অন্য এক পেশেন্টে পূর্ণ হলো।

সবেমাত্র থার্ড ইয়ারে পড়া একজন স্টুডেন্ট আমি। সদ্য ওয়ার্ডে যাওয়া শুরু করেছি। হিস্ট্রি নেওয়া: ব্লাড প্রেশার চেক করা আর সাথে কিছু জেনারেল এক্সামিনেশন ছাড়া খুব একটা বেশি পারিনা। উনার জন্য খুব একটা কিছু করার সুযোগটা ও হয়নি। তবে, আমার কাছ থেকে উনার প্রাপ্তি বলতে হয়তো উনার গল্পটা আমাকে শুনানো আর মায়ায় জড়ানো। হয়তো সময়ের ব্যবধানে একদিন অনেক কিছুই শিখে যাব, ইনশা'আল্লাহ। তবে, সেই দাদুটা আমার সাথে এক অসাধারণ মায়ায় জড়ানো আছেন। আস্থার জায়গাটা কতটা অর্জন করতে পেরেছি তা জানা নেই। তবে, ওয়ার্ড শেষে ফেরার সময়: তিনি আমার মাথায় হাত রাখতেন, আমার হাতটা ধরে থাকতেন। এই মায়া আমারও বেশ ভালোই লাগতো। আজ এক বছর পর, উনার কথা ভীষণ মনে পড়ছে।

আশা রাখি; তিনি যেখানেই আছেন সুস্থই আছেন, ভালো আছেন। মেডিকেলে আসা ইন্ট্রোভার্ট আমিটা কখন এক্সট্রোভার্ট হলাম নিজের অজান্তেই। এক সময়কার ভালো না লাগা, এখন অনেকটা ভালো লাগায় পরিণত। সে থেকেই মেডিসিনের প্রতি ভালো লাগার গল্পটা শুরু।

(জীবন-যাতনা-২)
"বরিষ ধারা মাঝে শান্তির বারি"
'সঙ্গ ও সঙ্গী' এই দুটি জীবন বৈচিত্রের অন্যতম অনুষঙ্গ। একাকী বসবাস 'একলা চলা' স্বাভাবিক নয়। একা গুন টেনে টেনে জীবন তরী বেশি দুর এগুতে পারে না। তাই সমাজ 'বিয়ে' নামক সংযুক্তির বিধান দিয়েছে। বিবাহ দুজন মানুষকে একই ছাদের নিচে থাকার অধিকার দেয় বটে, তবে ভালোবাসার গ্যারান্টি দেয় না। সেটিকে অর্জন করে নিতে হয় উভয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

চিকিৎসক হিসাবে সমাজের সর্বত্রই আমাদের পদচারণা। বার বার আহত হয়ে দেখি পারিবারিক জীবনে সর্বত্রই খরা, ফাটল ও দাবানল। এই খরা ও ফাটল মেটাতে লাগবে শান্তির বারি। পরিস্থিতি এতোই নাজুক- যেমন ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ২০১৮ সালের হিসাবে দেখা যায় প্রতিদিন ৫০ টি পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। চট্টগ্রামের ২০১৭ সালের হিসাবে প্রতিদিন ১৫টি এবং প্রতিঘন্টায় ২টি করে বিচ্ছেদের আবেদন জমা পড়ছে। আশ্চর্যের বিষয়- আবেদনকারী ৭০.৮৫% নারী, ২৯.১৩% হচ্ছে পুরুষ। নারীদের এই অসন্তোষের কারণ সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়।

একজন মানুষের অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও সে চক্ষুষ্মান নয়। নিজকে ভাবেন নিঃস্ব। যেমন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির ভাষায় “ভরা বাদর মহা বাদর, শূণ্য মন্দির মোর”। চন্ডীদাস লিখেন, “ঘরকে করিনু ঘর। পরকে করিনু আপন আমার, আপন হইলো পর” এমনতো হবার কথা ছিলো না। আসুন জীবনের চাওয়া পাওয়ার হালখাতায় হিসাব কষি। যদিও কবি বলেন। “কি পাইনি তার হিসাব নিতে মন মোর নহে রাজি”।

আপনার চাওয়ার তালিকায় হয়তোবা ‘ভ্রমর কৃষ্ণ চুল’ সোনার বরণ’ রাজকুমারী ছিল যেগুলো কবির উর্বর মস্তিষ্কের স্বপ্নে বাস করে। বাস্তবের পৃথিবী একটু ভিন্ন। আপনি যাকেই পান তাকে কিছুটা ছাড় দিয়ে Customize করে নেওয়াটাই জীবনে সুখী হওয়ার উপায়। ‘ভালো-মন্দ যাই আসে সত্যরে লও সহজে’। সংসারের সোনার দিন কখনো চিরস্থায়ী নয়। যেমন এর শেষের দিকে কবির ভাষায়, “খোঁচাখোঁচা দাড়ি আর ছেড়াঁ শাড়ি, এর মাঝেই চলে দৈনন্দিন বাজার হিসাবের মহড়া, কোথায় প্রেম কোথায় ভালোবাসা”। কি পেলাম, কি পেলাম না এই হিসাব মেলানোর দিয়েছো ভেবে দেখো”।

সঙ্গীকে নিয়ে হাপিত্যেশ করার আগে আপনি তার বাহিরের অবয়বের ভেতরে আর কোনো সত্তার অস্তিত্ব আছে কিনা অথবা সেখানেও নিঃসঙ্গতা বা খরা বিরাজ করে কিনা তা Explore করেছেন কি? বিধাতা কাউকে কম দেননা। তাই ভালো করে খুঁজে দেখলে তার মাঝেও অনেকগুলো গুণ বা সৌন্দর্য খুঁজে পেতে পারেন। তাই কবি আক্ষেপ করেন, “বাহির পানে চেয়েছিলাম ভেতর পানে চাইনি”।

আপনার সঙ্গীর গায়ে দোষ চাপানোর আগে ভেবে দেখুন, তার সুস্থতা-অসুস্থতা আপনাকে চিন্তিত করে কিনা! কারণ সঙ্গীর কপালে আপনার উদ্বেগ কাতর হস্তের সুখকর স্পর্শ বদলে দিতে পারে আপনার ব্যাপারে আপনার সঙ্গীর দৃষ্টিভঙ্গি। রন্ধনশালায় ঘর্মাক্ত স্ত্রীর ঘাম মুছে দিতে না পারলেও সমবেদনা জানাতে এতো কার্পন্য কেন? কর্ম ক্লান্ত ঘরে ফেরা মানুষটিকে মিষ্টি হাসি দিয়ে বরণ করে নেয়া অথবা তার সামনে পছন্দের খাবার পরিবেশন যেটাকে বলা হয় ‘উদরের ভিতর হৃদয় জয়’ কখনো লক্ষ্য করেছেন কিনা?

মনে রাখবেন “একটি স্নেহের কথা, প্রশমিতে পারে ব্যথা, চলে যাই উপেক্ষার ছলে, আসলে ভালোবাসা দিবে আর নিবে, মিলিবে-মিলাবে” এই সুত্রে চলে। তাই কবি বলেন, “তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান”, অর্থাৎ-ভালোবাসার রসে সিক্ত করে একে অপর থেকে সুখ নিংড়ে নিয়েছে। বলা হয়, রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন!

অপরপক্ষে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, “প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা, কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় দীপ্তিহীন অনল’। সেই অনলে আপনি ঝাঁপ দিবেন কেন? জীবনের অংক সরল রাখুন। জটিলতায় দুটি প্রাণ শুধু পুড়ে ছাই হয় না, স্নেহ- মায়াহীন পরিবেশে আগত শিশুও গন্তব্যহীন হয়ে পড়ে।

আমরা সবাই জানি জীবনের গতিপথ One way ও অতি সংক্ষিপ্ত। তাই হিসেব-নিকেশের অনাহুত বিবাদে না জড়িয়ে আসুন বদ্ধ পরিবেশ থেকে সঙ্গীকে নিয়ে বের হয়ে হৃদয়ের জানালা খুলে উদার আকাশ দেখি, পাহাড়ের চুড়ায় মেঘ নিয়ে খেলা করি, নদীর মাঝে ডিঙ্গি নিয়ে ভেসে বেড়াই, পাহাড়ী ঝর্ণায় ধুয়ে মুছে নির্মল করে নিই দুটি আত্মা-সে ঝর্ণার ধারায় নিজেদেরকে আবার সাজিয়ে নিয়ে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নতুন জীবন গড়ি।

আর কয়েকটা দিন বাঁচার ইচ্ছা ছিল

উম্মে হাবিবা
এম.বি.বি.এস (৬ষ্ঠ ব্যাচ)

আজ আবার জ্বর আসবে, আবার সারা শরীরে এলার্জি আচ্ছা, কি হতো, দশ বছর আগে যদি আমি এই সুস্থ বাচ্চাদের মতোই জন্মাতাম, তাহলে হয়তো তাদের মত স্কুলে যেতে পারতাম, খেলতে পারতাম, রাহাতের মতো কেউ আর আমাকে দেখে বলতো না এই দেখ মোটা পেট দেখ, বেটার চেহারাটা কেমন বের হয়ে আসছে আর দাঁত গুলা হা হা হা। মা'কেও আর ২ মাস অন্তর রক্ত যোগাড়ের আশায় হন্য হয়ে ছুটতে হতো না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ভাবে সাইফ, এতো সব চিন্তায় মগ্ন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় মা, সে শুয়ে আছে তার চোখের কোণে পানি, আর পাঁচটা বাচ্চার মতো সে না, নির্দয় মানুষগুলা প্রতি মুহূর্তে তা বুঝিয়ে দেয়, এসব ভাবতেই তার চোখ ভিজে যায়।

আর খালেদা বেগম ও ভাবে তার সাইফ কি কখনও সুস্থ হবে? সে তো জানে এই প্রশ্নের উত্তর সবসময় ই 'না', যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেই পরিবারে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত বাচ্চার জন্য নেওয়া তো মৃত্যুর সমান-ই কষ্ট। রক্ত নেওয়া শেষ, আজ রক্ত নেওয়ার সময় কপাল টা কেন যেন ফুলে যায়, বুঝতে পারে না সাইফ ও তার মা, বাড়ি ফেরার পথে তার বন্ধুদের আবারো সেই ঠাট্টা, চোখের কোণে ছলছল করে পানি। সাইফের আজ যেন একটু বেশি-ই খারাপ লাগছে, শরীরটা তো আগে এমন হয়নি, মা'কে বলবো? নাহ আমি-ই আমার এই রোগের জ্বালায় অতিষ্ট আর না জ্বালাই। রাত ৩টা বুকটা কেন বদ্ধ বদ্ধ লাগছে? নিঃশ্বাস ও নিতে পারছি না। আহ!

মা-মা-মা-মা- , বা-বা আমি মরে যাচ্ছি, তোমরা কই খালেদা বেগম দৌঁড়ে আসে, সে বুঝে উঠতে পারে না কি করবে? সাইফের বাবা জামিল সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে গভীর ঘুমে বিভোর, খালেদা বেগম সাইফ কে পানি খাওয়ায় যত দরূদ জানে পড়ে তাকে ফুঁ দেয় আস্তে আস্তে সাইফ সুস্থ বোধ করে। মা আজ কাজে যায়নি, গতরাতেই সাইফের অসুস্থতা তাকে যেন ভেঙ্গে দিয়েছে।

সাইফ প্রশ্ন করে মাকে, মা, আমি কি ওদের মতো স্কুলে যেতে পারবো? ওদের মতো খেলতে পারবো? মা আমাকে দেখে রাহাত আর ঝাড়ুর মতো শরীর বলবে না তো? মা আমার পেট টা কি কখনও ছোট হবে, আমি কি লম্বা হতে পারব? খালেদা বেগম চোখের পানি আড়াল করে বলে হ্যাঁ, বাবা পারবি, ডাক্তার বলেছে তুই আর কয়েক দিন পরই সুস্থ হয়ে যাবি। খালেদা বেগম জানে এই মিথ্যা কখনও সত্যি হবে না।

দুই দিন পর সাইফের শরীর আরও খারাপ হয়ে যায়। অনেকদিন ধরেই সে কাশছে, আজ খাওয়ার সময় সে শত চেষ্টা করেও খেতে পারে না, তার গলায় খাবার আটকে যাওয়ার অনুভূতি হয়, সে কাশতেই থাকে অনবরত, খালেদা বেগম চিন্তায় পড়ে যায় সাইফ কে ডাক্তার দেখানো উচিত, কিন্তু এতো টাকা কই পাবো, ম্যাডামের কাছে খুজতে হবে। সে ম্যাডামের বাসায় যায়, যেখানে সে কাজ করে তাকে দেখা মাত্র-ই ম্যাডাম বলে উঠে আসছে মহারানী, ২ দিন পর পর কোথায় গায়েব হয়ে যান?

ম্যাডাম আমার বাচ্চার খুব অসুখ, তাই আসতে পারিনি. ম্যাডাম আমাকে কিছু সাহায্য করবেন? ওকে ডাক্তার দেখাবো। ওরে মহারানী রে, তোর পাপের শাস্তি আমি কেন ভাগ নিব? কোথায় কি করে এসে নিজের বাচ্চার রোগ বাধাইছে, একে তো আসিসনি, তার উপর টাকা খুজস লজ্জা লাগেনা, ছোটলোক বের হয়ে যা আমার ঘর থেকে, খালেদা অশ্রুসিক্ত চোখে বেরিয়ে, "এখন কি করবো আমি কই পাবো টাকা" এ ঘর ও ঘর করে যে টাকা যোগাড় করে সাইফকে ডাঃ দেখায়, ডাক্তার যা বলেন তা শুনে খালেদার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। ডাক্তার বলেন "সাইফকে এখন ২ মাস নয় ২ সপ্তাহ অন্তর রক্ত দিতে হবে তাছাড়া সাইফের শরীরের ভেতর আয়রণ অনেক জমে গেছে যার কারণে সে খেতে পারছে না, যদি শীঘ্রই এই আয়রণ বের না করে তাহলে সাইফের অবস্থার আরো অবনতি হবে।

২ মাস পর যেখানে রক্ত যোগাড় করতেই তার ধার দেনা পড়ে যায়, যেখানে ২ সপ্তাহ অন্তর কীভাবে সে যোগাড় করবে? অপারেশন তো দুরের কথা, প্রতি মাসে ওষুধের ৮০০০ টাকা তাকে কে দিবে? আর এসব সাইফকে না দিলে সাইফের কি হবে আর ভাবতে পারে না খালেদা বেগম। রাতে জামিল সব শুনে প্রচন্ড ক্ষেপে যায়, তোর জন্য আমার আজ এই অবস্থা তোকে বিয়ে না করলে আজ আমি অনেক সুখী হতাম, মেরে ফেলতে পারলি নাহ এই মুছিবত কে? তুই জানিস তোর এই বাচ্চার জন্য কত ছোট হতে হয় সমাজের কাছে? সহায় সম্বল তো সবই গেলো তুই-ই সব নষ্টের মূল। আড়াল থেকে সব শুনে সাইফ, সে ফুপিঁয়ে ফুপিঁয়ে কাঁদছে, সে বুঝতে পারে তার জন্ম নেওয়াটা কত বড় অপরাধ, সে বুঝতে পারে তাকে মোটা পেট, বেটে সাইফ ডাকা-তার বেঁচে থাকার জন্যই তার মায়ের বেঁচে থাকাটা কষ্টের হবে। তাই, এরপর থেকে খালেদাকে ও আর জামিলের হাতে মাইর খেতে হয়নি তার জন্য কোনো ম্যাডামের কাছে টাকাও খুঁজতে হয়নি।

জীবনদর্শন

এ্যানি নাথ
এম.বি.বি.এস (৭ম ব্যাচ)

বাবাকে দেখেছি ঘর বানাতে। আমাদের বড় বটগাছটা কেটে ঘর বানালেন বাবা, গাছটা আমাদের ছায়া দিত। এখন ঘর এর ছায়ার থেকে মায়ের নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। বাবা ঘর ভেঙ্গে উঁচু দালান করলেন, জানালা দিলেন বেশ বড় করে।

সেই জানালার হাওয়া মাকে শান্তি দেয়না। ডাক্তার ডাকেন বাবা, দুনিয়ার সমস্ত রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ এনে খাওয়ানো হলো মাকে, ঘুরিয়ে দেখানো হলো তাজমহল, প্যারিস এমনকি দুরদেশীয় সমুদ্রতীর, কিনে দেয়া হলো জামদানি, বেনারসি, গড়ানো হলো ভালো গয়না মায়ের দম বন্ধের অসুখ যেনো বেড়ে গেল হুট করেই।

সারাজীবন বাবা চেষ্টা করে গেলেন কী করে মায়ের অসুখ সারবে। এভাবে দালান হয়ে গেলো প্রাসাদ, ঘরে শুধু সম্পদের ঘ্রাণ, দামী শাড়ি আর গয়নার টুংটাং, কিন্তু কোথাও মায়ের হাসি নেই এভাবেই একদিন টুপ করে মা মারা যান আর বাবা কাঁদেন, তিনি বুঝতে পারেন মায়ের একটু ছায়া-লাগত বটের ছায়া, কিন্তু সব করে শেষে তিনি আর বটগাছ হতে পারেননি।

এতটুকু ছোট্ট অথচ জীবনব্যাপী এক ব্যর্থতা নিয়ে বেশিদিন বাঁচে না মানুষ। বাবাও নিয়ম মেনে হুট করে মারা গেলেন, তার তিনদিন পর দেখি মায়ের কবরে জন্মেছে একটি গাছ
উপলব্ধি!!

আমি নেই এইতো

তাহমিদ ইব্রাহিম
এম.বি.বি.এস (৯ম ব্যাচ)

এই তো আমি নেই
কখনো কি এমন মনে হয় যে তুমি কোথাও নেই?
শ্বাসরুদ্ধকর তিমির চারিপাশ, নিজেকেই অনুভব করা যায় না?
মাতৃগর্ভের ফিটাসের কি এই অনুভূতিই হয়?
ধরণীতে আবির্ভাবের পর এজন্যই কি তার অশ্রু ঝরে?
আনন্দের অশ্রু? প্রথম কিরণের অশ্রু?
হয়তো তাই।
সকলেই আলোর প্রেমিক.. কেবল আঁধার-ই নিঃসঙ্গ। তবে এই অপ্রিয়, উপেক্ষিত আঁধারেই আমাদের অনিবার্য পথযাত্রা। হতে পারত এই দিনে এক শালিক হয়ে জন্মালাম.. হয় তো বা এক হরিণ ছানা.. অথবা হলাম শিশির বিন্দু বা কোনো স্রোতস্বিণী.. হতে পারত।
তবে আমি জন্মালাম এক মামুলী ক্রীতদাস।
ঈশ্বর আমার মালিক.. তাহাতেই মোর বিশ্বাস।
আমি এক নশ্বর প্রাণ।
যেতে হবে সেই উপেক্ষিত আঁধারের কাছে।
একদিন ছেড়া ডানার শালিক হয়ে মাটিতে পড়ে রবো, আমার মাংসে পোকাদের পেট ভরবে. হব গুলিবিদ্ধ মায়া হরিণ.. শিশির বিন্দু থেকে বাষ্পে পরিণত.. জলরাশি শুকিয়ে মাটিতে মিশবো।
হয়তো কিছু ক্রীতদাসের মনে ক্ষণস্থায়ী হব-সময় পেরিয়ে আবার অস্তিত্বহীন।
তাই আমায় গ্রহণ করো যেমন আছি তেমনই-ভালোবাসো মন ভরে। আমিও ভালোবাসবো। স্মৃতি হয়েই না হয় থাকলাম কিছুদিন তোমাদের কাছে।
আরে হ্যাঁ হ্যাঁ এইতো হারিয়ে যাবো...
এইতো আমি আঁধারে..এইতো আমি নেই।
হুট করে আমি নেই।
আমি রক্তাক্ত মায়া হরিণ।

সাহাত সায়েম
এম.বি.বি.এস (১ম বর্ষ)

মেডিকেল লাইফে কিছু মজার ঘটনা ঘটে যায়, এই রকম একটি ঘটনা আজকে শেয়ার করবো। গত কিছুদিন আগেই আমাদের ১ম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষার একটা পার্ট ছিলো OSPE. OSPE পরীক্ষায় আমাদের কিছু একটা প্রশ্ন ছিলো রেডিয়াল পালস্ এর মাধ্যমে হার্টবিট গণনা করা। একজন আংকেল এবং আমাদের ফিজিওলজী ম্যাম বসে ছিলেন। আমার বন্ধুর যখন পালা আসলো সে আংকেল এর হাত এ রেডিয়াল পালস গণনা করতে শুরু করলো, ১ মিনিট পালস দেখার পর ম্যাম বললেন পালস রেট কত? সে বললো ৭৮ বিট পার মিনিট, তখন ম্যাম বললেন তুমি তো র‍্যাডিয়াল আর্টারিতে হাত ই দাওনি কিভাবে পালস রেট গণনা করেছো। তখন সে বুঝলো সে আসলে অন্য পাশে হাত দিয়ে রেখেছিলো, এটা যখন আমাদেরকে বলে আমরা তো হাসি থামাতে পারছিলাম না।

প্রতীক্ষা

জান্নাতুল মাওয়া
এম.বি.বি.এস (৯ম ব্যাচ)

রেল লাইনের পাশে এসে দাঁড়ায় সে আস্তে করে। নিজের অজান্তেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে, ঘৃণা! প্রচন্ড রকমের, জায়গাটা থেকে ছুটে পালাবার তীব্র ইচ্ছা আমার ভেতরে নাড়া দেয়। পালাতে পারবে না। কি অদ্ভুত! রেল লাইন খুব পছন্দের জায়গা তার, একটা সময় এখানে এসে বসার জন্য মন আকুলি বিকুলি করত, এখন মন চাইছে ছুটে পালাতে, কে বেশি নিষ্টুর, সময় না মানুষ? নিজের উপর রাগ হয় মাঝে মাঝে, এমন কেউ তো সে হতে চায়নি, যে ঘৃণা করতে জানে, অতীতের নিজের জন্য মায়া ও কি লাগে? লাগে বোধ হয়, বাচ্চাটা ভালোবাসতে জানত, কোমল ভালোবাসা কি করে এক লহমায় ঘৃণায় পরিণত হল? জানে না সে একটা সময় জানতে চাইতো এখন তাও চায় না, শুধু জানে একবার সুযোগ পেলে আর এখানে ফিরবে না।

এ এলাকায় একটা নোনা গন্ধ, সমুদ্রের কাছে থাকা মানুষগুলোর মন সমুদ্রের মতো হয়নি কেন? সমুদ্র ও সৈকত কাঁদে? সমুদ্রেরও কি কষ্ট হয়? এতো ক্ষোভের মধ্যেও শৈশবে এখানে কাটানো সময়গুলোর কথা ভেতরে নাড়া দিয়ে উঠে। শুক্রবারে খুব জলদি পড়ার ইতি টেনে মায়ের চোখের আড়াল হয়ে সাইকেল নিয়ে দিক বিদিক দাপিয়ে বেড়ানো? ফিরে এসে ক্লান্ত ছোট্ট দেহ নিয়ে দাদীমার কোলে, নিজেকে এলিয়ে দিয়ে কতই না শান্তিতে চোখ বুঝে শুয়ে থাকা হতো। বাড়ির পাশের ঝিলে কত সুন্দর লতানো ফুল ঝুলে থাকত, গাছ বেয়ে কিছু দূর ওঠে ওখানে বসেই মালা গাঁথা হতো, পা দুলিয়ে বসে যতদুর চোখ যায় ঝিলের সৌন্দর্য উপভোগ করা হত, শীতকালে গাদা করে রাখা ধানের খড়ের আঁটির চুড়ায় ওঠে কত লাফ-ঝাপ দিয়ে পা-হাত ছিড়ে গেছে হিসেব নেই। কনকনে এক শীতের রাতে কুকুর ছানা দেখে বড়ই মায়া লাগে অতপর ছোট বন্ধুদের সাথে মিলে অতি যত্নের সাথে তাদেরকে যথার্থ গরম পরিবেশে এনে রাখা হয়, অতি আদর করে ছানাগুলোকে নিজের কাছে রাখার কয়েকদিন পর ছানাগুলো অন্য এলাকায় চলে গেলে সে কি কান্না! ভাবলে এখনও কষ্ট লাগে, অতি সহজে মায়াটান বাধিয়ে ফেলার খুব বাজে অভ্যাসটা এখন অব্দি গেলো না। পাশের লাইনে রেলের শব্দে যেন সুন্দর শৈশবের স্মৃতিচারণ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে কঠিন, বিষাদ, তিক্ত বাস্তবতার আবারও আগমন ঘটলো, সাঁই করে ট্রেনটা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, জীবন ও এমনভাবে চলছে, তবে গন্তব্যহীন! উদ্দেশ্যহীন।

দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে ইয়ারফোন কানে গুজে দিয়ে খুব জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে দুশ্চিন্তা গুলো ঝেড়ে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে, সামনের দিনগুলো ভালো হবার মিথ্যা সান্ত্বনা নিজেকে দিয়ে বাসার উদ্দেশ্য পা বাড়াই প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে...।

মার্ব অবমাসিক

ইনজামাম উল হক তোহা
এম.বি.বি.এস (৯ম ব্যাচ)

আমি পাহাড়কে ভালোবাসি কারণ তারা আমাকে এটা অনুভব করায় যে আমি তাদের চেয়ে ছোট

পাহাড়িদের জীবনযাত্রা

আপনারা কি কেউ প্রকৃতির এমন অপরূপ সৌন্দর্য দেখেছেন যেখানে মানুষের হাতের কোনো ছোঁয়া নেই, পুরো সৌন্দর্যটাই প্রকৃতির দান ও তার সাথে সত্যিকার সহজ সরল মানুষ?

যদি প্রকৃতির এমন অপরূপ সৌন্দর্য ও সহজ সরল মানুষগুলোকে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে যেতে হবে গহীন পাহাড়ে যেখানে দেখা মিলবে নতুন এক পৃথিবীর যেই পৃথিবীর সৌন্দর্যের তুলনা কোনো কিছুর সাথে হয় না। কি নেই সেখানে-ঝর্ণা ঝিরিপথ, বিশাল বড় পাহাড়, বিশাল-বিশাল পাথরে ভরা পাহাড়ের বুকে বয়ে চলা নদী-খাল, আকাশ ভরা তারা, আর সবচেয়ে মনমুগ্ধকর পাহাড়ি পাড়া, দেখতে অসম্ভব সুন্দর হয়ে থাকে, ঘুম থেকে উঠে যখন বাইরে তাকাবেন তখন দেখতে পাবেন পুরো পাহাড় মেঘে ঢেকে গেছে, দেখতে পাবেন মেঘের এক অপরূপ খেলা আর পাহাড়ি ঘরগুলো দেখতেও অনেক উঁচু হয়ে থাকে, মাটি হতে ৪/৫ হাত উঁচু করে বাঁশের খুটির উপর মাচাং ঘর তৈরি করে থাকে।

গহীন পাহাড়ের ভিতরটা যত না সুন্দর তারচেয়ে অনেক বেশি কষ্টের হয়ে থাকে পাহাড়িদের জীবন বৈচিত্র্য। যেখানে নেই বিন্দুমাত্র আধুনিকতার ছোয়াঁ, নেই কোনো সুযোগ সুবিধা, সামান্য একটু বাজার করতে হলে পাড়ি দিতে হয় মাইলের পর মাইল উঁচু নিচু পথ, তাইতো প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য তাদের জীবনের কাছে হার মেনেছে। তাইতো প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্যের মাঝে থেকেও তারা জীবনকে সেভাবে উপভোগ করতে পারে না।

প্রতিটা মুহূর্তে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করে কাটিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন, কিভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য যুদ্ধ করে জীবনে চলতে হয়, তা অবশ্যই পাহাড়ের মানুষের কাছে অনেক বেশি শেখার আছে। আমি যেহেতু বান্দরবানের মানুষ, তাই আমি পাহাড়িদের জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখেছি এবং আমি এই মেডিকেলের প্যারায় জীবনে অল্প কিছুদিন ছুটি পেলেই বান্দরবান চলে যাই, আব্বুর মোটর সাইকেল নিয়ে নিয়মিত পাহাড় হতে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। আমি পাহাড়ি মানুষগুলোর মতো এতো সহজ সরল, সৎ মানুষ আর কোথাও দেখিনি, নিরীহ হলেও তারা সৎ, তাদের মধ্যে নেই কোনো হিংসা বিদ্বেষ, লোভ লালসা। তাদের জীবন অতো সহজ না, অনেক কষ্ট করে বাঁচতে হয়, হয়তো সে জন্যই তারা জীবনের মর্ম বুঝে থাকেন, আর তা থেকেই তারা সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকে।

সবকিছু থেকে এভাবে বঞ্চিত থাকার পরেও মজার ব্যাপার হচ্ছে তাদের চিন্তাধারা অনেক বেশি উন্নত আর তাদের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আপনার মনে হবে জন্ম থেকেই গেঁথে আছে শিল্পের ছোঁয়া, যখনই গহীন পাহাড়ে কম বেশি পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে তখন থেকেই টুকটাক আয়ের উৎসও সৃষ্টি হয়েছে আর এ থেকেই যতটুকু উপার্জন হয়ে থাকে, তার পুরোটাই তারা তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। উপার্জন সত্ত্বেও তারা এখনো আগের মতোই কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করছেন আর আপ্রাণ করে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ও সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ দেওয়ার জন্য।

পাহাড়ের মানুষগুলো অনেক বেশি ক্রিয়েটিভ হয়ে থাকেন, গহীন পাহাড়ে ঘুরতে গেলেই আপনি পাহাড়ি পাড়াগুলোতে দেখতে পাবেন, বাড়ির মেয়েরা বসে নানা ধরণের কাপড় বুনছেন ও পুতির মালা বানাচ্ছেন, সেই সঙ্গে তৈরি করছেন পরিবারের ব্যবহার্য বিভিন্ন তৈজসপত্র, তাদের এই অপরূপ প্রতিভা সত্যিই দেখার মতো, তাই যারা পাহাড়ে ঘুরতে যাবেন সবাই প্রকৃতি দেখার সাথে সাথে অবশ্যই পাহাড়ের মানুষের জীবন সম্পর্কে ও জানার চেষ্টা করবেন এবং তাদের প্রতিভা সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে আসবেন, ও আরেকটি কথা পাহাড়ি মানুষের মুখে বাংলা শুনতে কিন্তু অনেক মিষ্টি।

আমার এই লেখাটি যারা যারা পড়বে তাদেরকে অনুরোধ করব যখন পাহাড়ে ঘুরতে যাবেন তখন পাহাড়ি মানুষের সাথে কোনো কিছু নিয়ে দামাদামি করবেন না, তাদেরকে ঠকাবেন না এতে একটা সময় আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হবো, আর প্রকৃতির অপরূপ দান, যেখানে সেখানে, ময়লা আবর্জনা, প্লাষ্টিক ফেলবেন না।

"আমি জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি তার মধ্যে স্থাপন করেছি মজবুত পাহাড়গুলো, আবার এ জমিনে আমি উদগত করেছি সব রকমের চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ"।

(সুরা ক্বাফ: আয়াত: ৭)

Teaching

Dr. Mehrunnissa Khanom
Associate Professor
Department of Medicine, CIMC.
(Dedicated to my parents & all my teachers)

Teaching is a blessing,
A divine feeling,
From dedicated heart;
A passion, not mere profession,
A creation, not mere solution,
It's truly an art.

Teaching is pure,
It can truly cure,
All the evil thought;
Teaching means learning,
Even if you know a lot.

Teaching is a voice
From lots of choice,
The best one you pick;
Teaching is noble,
It makes you humble,
If you can rightly click.

Parents gave birth,
teachers showed light;
Salute to all teachers,
who made my way bright.

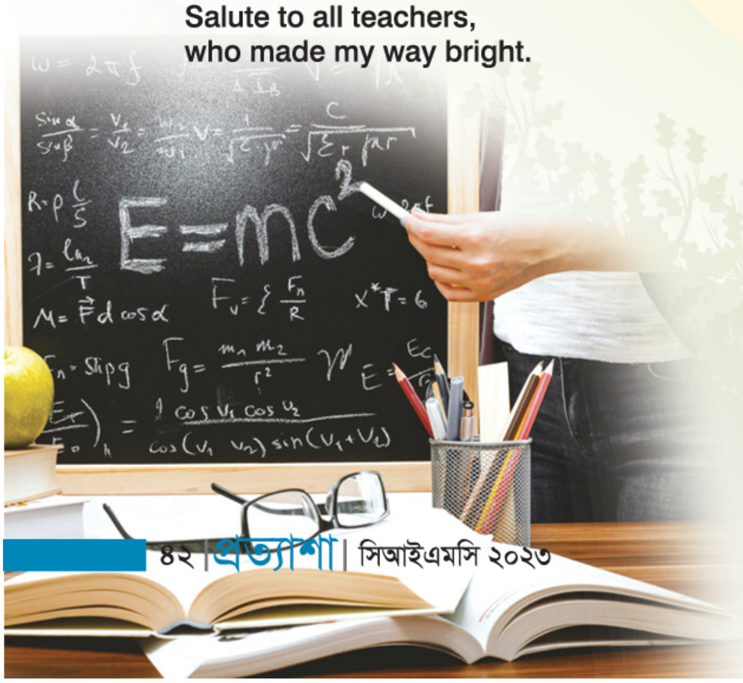

শেকড়ের সন্ধানে

ডা. এ. জেড. এম আশেক-ই-এলাহি
সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি বিভাগ

খোলা আকাশ... অনেক তাঁরা ... অনেক গ্রহ
একটি গ্রহ- আমাদের এ 'পৃথিবী'
এক পৃথিবী-অনেক দেশ
একটি-দেশ অনেক জাতি
একটি জাতি-অনেক সমাজ
একটি সমাজ-অনেক বংশ

একটি বংশ
অনেক কান্না অনেক হাসি
অনেক সুর অনেক বাঁশি

অনেক প্রতিভা অনেক ভালো
অনেক জোৎসনা অনেক আলো

একটি বাগান অনেক ফুল
অনেক পাখি অনেক 'বুলবুল'
অনেক কথা অনেক ব্যাথা
অনেক কীর্তি অনেক গাঁথা,

অনেক সুরা অনেক 'সাকী'
অনেক কুজন অনেক পাখী
অনেক বন্ধন অনেক 'রাখী'

এসো-জেনে শুনে জ্ঞানে-গুনে
পুষ্পিত সুবাসে আমোদিত হই... ।

উত্তরসূরি

বাপ্পা আজিজুল
সাবেক লেকচারার, বায়োকেমেস্ট্রি বিভাগ

আমরা তাদের উত্তরসূরি
নববধূকে রেখে রণাঙ্গনে
যাওয়া যাদের সুন্নাহ।

ঈমানী জোশ তাদের পবিত্রতার বিলম্বও করতে দেয়না।
ফিরদাউসের ফিকিরে ছুঁড়ে ফেলে
মুঠোভরা খোর্মা,
খোদার সাথে সওদা করে
মৌ মৌ ঘ্রাণের খেজুর উদ্যান।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, তারা খোদা আর তার পয়গাম্বারকে
রেখে বিলিয়ে দেয় তাবৎ সম্পদ
এমনকি হেঁসেলের ছাই।
আমরা তাদেরই উত্তরসূরি।

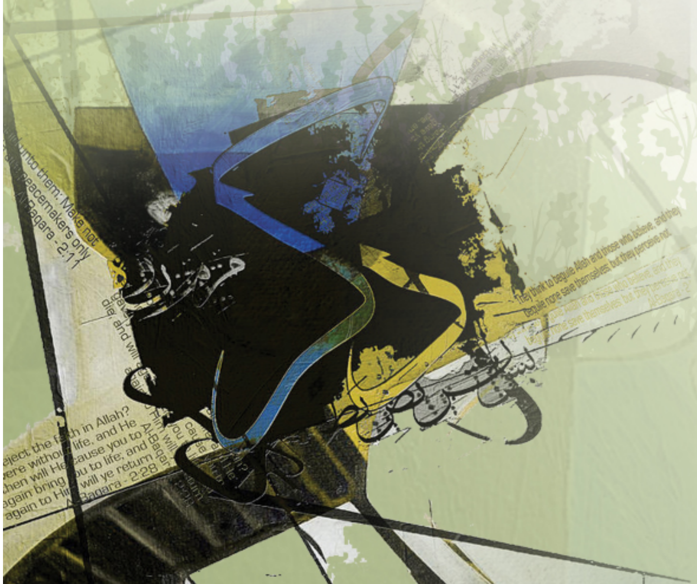

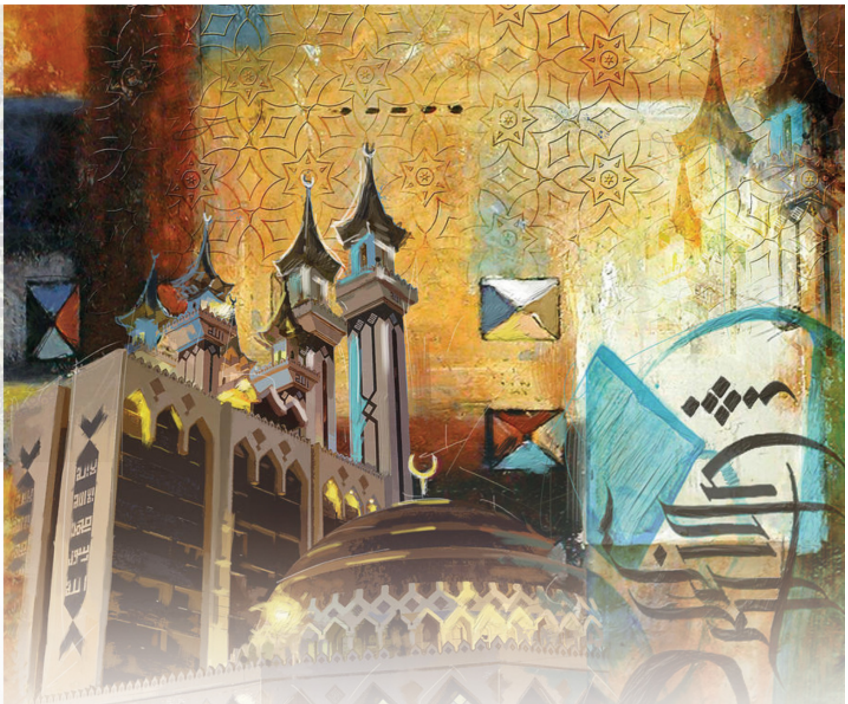

সময়

মুহাম্মদ হোসাইন রশিদ
সিনিয়র সহকারী পরিচালক, এইচআর বিভাগ

আমি কিসের কথা ভাবছি?
যেন ভাবনাই শেষ হয় না।
দিন-রাত, মাস-বছর
চলছে সময়ের লুকোচুরি।

আমার অনেক কাজ
কিন্তু আমি ব্যস্ত নই কেন?
শীতের পাতা ঝরা শেষ
প্রকৃতির হালখাতা শুরু হয়েছে
কিন্তু আমার জীবনের হালখাতা?

আমার সম্পদ
আমার জীবন সব সবই বিক্রি করে দিয়েছি।
কিন্তু মহাজনকে বুঝিয়ে দেইনি।
সন্ধ্যা নেমে আসবে
সময় ফুরিয়ে যাবে
লেনদেন এখনই শেষ করা প্রয়োজন।

কিন্তু আমি,
আমিতো ধরার দুয়ারে
নেশার ঘোরে
সুরাহি হাতে নাচছি!!

সৃষ্টিকর্তার মহিমা

ডা. কামরুল হুদা শাওন
এমবিবিএস, ১ম ব্যাচ

তোমার একি অপরূপ লীলা
ঝরাও আকাশ ভেঙ্গে শিলা।
কখনো কিষাণ চেয়ে থাকে মাগে একরত্তি জল,
কখনো তুমি বয়ে দাও জলে ঢল।
কখনো মেঘের ডাকে বিদ্যুৎ পরী হাসে,
কখনো ঝিলের জলে স্বর্ণকমল ভাসে
কখনো তোমার ইশারায় ঝড় তান্ডব চালায়,
কতশত পাখি সুখের নীড় হারায়।

কখনো তুমি ঝরাও অপরূপ জোছনা,
কখনো ফুলে ওঠে নদীর মোহনা।
কখনো শরৎ আনে শ্বেত কাশফুল
কখনো দমকা হওয়ায় উড়ে গাছের চুল।
কখনো ধানের ডাকে কিষাণ নামে মাঠে,
কৃষকেরা কাস্তে নিয়ে সারি সারি ধান কাটে
বউ-ঝিরা মিলেমিশে করে ধান মাড়াই,
সোনার ধানে ডোলা ভরে, নকশী পিঠা বানায়।

কখনো কুয়াশার চাদর ঢেকে শীতবুড়ি আসে,
খোলা মাঠের ঘাসে ঘাসে মুক্তার ছবি ভাসে।
গাছি খেজুর গাছে বুলায় রসের হাঁড়ি,
দুধ চিতই ভাপা পিঠায় ভরে সকল বাড়ি।
তারপর প্রকৃতিতে ফুলের মেলা বসে,
ভ্রমর উড়ে আম গাছেতে নতুন কলি আসে।

কোকিল তখন মনের সুখে গায় সারাদিন গান,
ফুলের ঘ্রাণে, পাখির গানে জুড়ায় মন প্রাণ।
আড়াল থেকেই করাও এত ধরণের সাজ,
এসবই তুমি মহান সৃষ্টিকর্তার কাজ।

গন্তব্যস্থল

ডা. মিশকাত সিদ্দিকা
এমবিবিএস, ৩য় ব্যাচ

এত ভেবে কী হবে?
ভাবাভাবির সময় হয়েছে পরে।
যে ছিল সে গেছে।
যে আসবে সে যাবে।
ঘুরে ফিরে জানিয়ে যায় ইতিবৃত্ত।
অজানা অতীত মাথা কুটে মরে।

পথিক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্লথ পায়ে হেঁটে চলে,
ব্যস্ত রাজপথ রাখে না খবর।
দিন শেষে গন্তব্য একটাই;
যেখানে শুরু-
তার বিপরীতে শেষ।
মাঝখানে এলোমেলো অতীত,
ধুলোয়, বাষ্পে, নগরীর তপ্ত নি:শ্বাসে হারিয়ে যায়।

মহাকালের উপহার

ডা. ফারজানা ওসমান রিফা
এমবিবিএস ১ম ব্যাচ

আজ একুশের এইদিনে
ফিরে চলে যাই স্মৃতির পাতায়।
যে দিন প্রথম মায়ের মুখে শিখেছি বুলি
অ' তে অজগর 'আ' তে আলো,
মনের মাঝে অচেনা ব্যঞ্জনা
শেকড় গেড়েছে পরানের মাঝে।

সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার,
নাম না জানা ভাইয়েরা আমার,
রেখে গেল মহাকালের উপহার।
প্রিয় বাংলা ভাষা আমার,
ধ্বনি করে রেখেছো জন্মান্তর।

তাই তো আজ ও গেয়ে যাই,
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।

শ্রদ্ধা জানাই

ডা. জয়নাব আল গাজ্জালী
এমবিবিএস ২য় ব্যাচ

শ্রদ্ধা জানাই সেই সব মায়ের সন্তানদের
যারা দিয়েছে প্রাণ
মায়ের ভাষা বাংলার জন্য।
শ্রদ্ধা জানাই তোমাদের
হৃদয়ের প্রান্ত থেকে।

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
তোমাদের রক্তে রঞ্জিত হল রাজপথ।
তোমাদের প্রাণের বিনিময়ে
পেলাম মোরা মাতৃভাষা।

ভুলব না তোমাদের এই প্রতিদান,
রইবে তোমরা স্মরণীয়
যুগ যুগ ধরে,
ইতিহাসের এই সোনালী পাতায়।
শ্রদ্ধা জানাই তোমাদের
হৃদয়ের প্রান্ত থেকে।

চাঁদের বুড়ি

ডা. মু. মিজানুর রহমান
এমবিবিএস ২য় ব্যাচ

চাঁদকুড়ো ময়ূখমালীর জল
কুয়াশাচ্ছন্ন রজনীকান্তের পবন
না জানা কিছু স্মৃতিপট
জানার জন্য অনালোচ্য করে
নিরর্গল লিপির পাঠক্রমে
নয়নের ভ্যাম্পায়ার দেখা তোমায়
সাহায্যের প্রভা নিয়ে চাই না
নিজের প্রকটলীলায় সাজাবো তোমায়.....
এখনো অজানা এক স্বপ্ন দেখি
কেউ এসে সকালের সূর্যপথ তৈরি করবে
তোমার কাছে দুর্বাষ্টমী ছেড়ে
তরবারি হাতে নিবে।

তারার মেলা

ডা. মু. মিজানুর রহমান
এমবিবিএস ২য় ব্যাচ

আকাশ জুড়ে তারার মেলা
দেখতে লাগে ভালো,
চাঁদটা এসে ভালোবাসে
ছড়িয়ে দেবে আলো।
তারা হয়ে যখন আমি
যাবো তারার দেশে,
দূর থেকে সবাই আমায়
ডাকবে বসে বসে।
যতই ডাকুক সবাই আমায়
আসব কী আর ফিরে,
তারা হয়ে হারিয়ে যাব
লক্ষ তারার ভিড়ে।

স্বপ্ন

মরিয়ম বেগম
এমবিবিএস (৩য় ব্যাচ)

স্বপ্ন তুমি স্বপ্ন নও, শূন্যতার সুর
দুঃখের মাঝেও আগলে তুমি নাও বহুদূর।
কত হৃদয় ভেঙ্গে যায়, কত হতাশায়
তবুও জেগে উঠে তোমার ছোঁয়া আশায়।
মুক্ত আকাশে পাখি যেমন উড়ে বাঁধন ছাড়া,
স্বপ্ন তুমি জাগাও আমায় ভাঙতে বাধা-ধরা।
স্বপ্ন তুমি আঁধার রাতের জোনাকির আলো,
হতাশায় ভরা মনেও তোমায় লাগে ভালো।
ফুল হয়ে নতুন সুবাস ছড়িয়ে দাও মনে,
স্বপ্ন তুমি দেখিও পথ সারাটি জীবনে।

Dreams

Yeasby Abedin
MBBS. 9th Batch

You may want to touch the sky
But your dream fails to supply
Failure is not when you fail
IT mourns when you do bale
Time is a fussy thing
That you owe
Be hurry!
You only have a few
Every night when you go to Sleep
Lost in very deep
Marge with your dreams
Don't forget to make a leap.

দিশেহারা

শোয়াইবুর রহমান
এম.বি.বি.এস ৯ম ব্যাচ

মেডিকেলের চিপায় পড়েগেছি আমি চেপে
বইগুলো সব আমার উপর
গেছে প্রচুর ক্ষেপে।
পেন্ডিং আর সাপ্লিরা এসে
মাথায় দেয় হানা
এদের থেকে পালিয়ে যেতে
আমার কেন মানা?
মেঘের দেশে যেতে হলে
সময় লাগে কতো?
মেঘের সাথে ওই আকাশে
ঘুরতে পারলেই হতো।
ধেয়ে আসা পরীক্ষাদের
কেমনে দিবো ফাঁকি?
উড়বো কেমনে মেঘের সাথে
অনেক পড়াই যে বাকি।
কবিতারা সব আসছে মাথায়
নতুন নতুন সাজে
লিখতে গিয়ে ছন্দ হারাই
বইগুলোরই ভাঁজে
কবিতা লিখা করে শেষ
গেলাম এখন পড়তে,
সময় লাগবে সারাটা জীবন
এই লড়াই লড়তে।

একতা শূন্যতা

ডা. ইমরান আহমেদ
এম.বি.বি.এস, ১ম ব্যাচ

একতাই সংহতি একতাই বল
যাচিয়া দেখিলে পাবে রয়েছে সেথায়
ভাগ হয়ে থাকা ভিন্ন ভিন্ন লোকদল
ছোট মন নিয়ে কি বড় হওয়া যায়?
স্বাধীন পাখি হওয়া কিনা বড় দায়?
আমরা সেথায় পাড় পাব কিনা বল?
তবে সবে মিলে সামনে এগুই চল
যদি কিনা সব সংহার ঘুচে যায়
একতা যাদের করেছে মুক্ত-স্বাধীন
একতায় হয়ে বলিয়ান চিরদিন
নারী-পুরুষে যেথায় আছে অসাম্যতা
সে কাজ কী কখনো পাবে শুদ্ধি পূর্ণতা?
সকলে মিলে হয়ে আজ একতাবাদি
বাধা পেরিয়ে হব আজ অবিসম্বাদি

স্বপ্ন

প্রমিত ধর
এম.বি.বি.এস, ৬ষ্ঠ ব্যাচ

স্বপ্ন
স্বপ্ন মানে আকাঙ্খা আর বিস্তৃত ভালবাসা
স্বপ্ন মানে থেমে থাকা নয়, নয় বা কোণঠাসা
নেই তো বারণ স্বপ্ন দেখতে, দেখে যায় বহুদূর
ছিল মোর সেই স্বপ্ন সেদিন, স্মৃতিতে সুমধুর
দেয়নি ঘুমোতে স্বপ্নগুলো, নানা বিস্মৃতিরচ্ছলে
আজ ও দেখে যাই স্বপ্নটি মোর নানা কাজ বাহানা ফেলে
আজও থামিনি জীবন যুদ্ধে রেখেছি আস্থা ধরে
দিন আছে যত স্বপ্নটি মোর নিভু নিভু করে জ্বলে,
তবু ভয় হয় স্বপ্নটি আদৌ বেঁচে রবে চিরদিন
প্রযুক্তির এই অন্তরালে নাকি হয়ে যাবে সে বিলীন।

রাক্ষুসী

মোঃ আরকানুল ইসলাম চৌধুরী
এম.বি.বি.এস ৯ম ব্যাচ

সেদিন আকাশে ভরা পূর্ণিমা ছিল,
এক আধটু বৃষ্টি ও নামল।
শুনশান রাতে আঁতুড় ঘরে মায়ের ক্লান্ত
কোল জুড়ে আমি এলাম।

বাবার কপালে ভাঁজ পড়ল,
পড়শী কাকীমা উঠোনে নেমেই
সবাইকে শুনিয়ে গেলো,
আবার মেয়ে হলো গো, মেয়ে,
রাক্ষুসী এসেছে, এবার মাকেই খাবে!
সে বার মাকে খাইনি গো,
তবুও তখন থেকেই
আমার নাম রাক্ষুসী!
বড্ড বেশি অযত্নের খামে কুমড়োর
ডগার মত লকলকিয়ে বেড়ে উঠলাম।

আমাদের সাদামাটা গৃহস্থ বাড়ি ছিল,
একটা উঠোন ছিল,
উঠোনে একটা সকাল ছিল,
দুপুর এবং রাতও ছিল।
জানালার কাছটায় বাতাবি লেবুর মাচা ছিল,
মাচার ভেতর টুনটুনির সংসার ছিল,
মায়ের আঁচল তলে সন্ধ্যা প্রদীপ ছিল,
সিঁথির ভাঁজে সিঁদুর ছিল।
হঠাৎ একদিন সন্ধ্যা প্রদীপ নিভে গেল,
অন্ধকার হয়ে গেল পুরো পৃথিবী,
জোসনার আনাচে কানাচে মেঘ জমলো।
নক্ষত্রের কানাকানি ছাপিয়ে কিছু
পায়ের শব্দ শোনা গেল।
আমি জানালায় চোখ পাতি,
একঝাঁক পিঁপড়ের মত শকুন এলো,
এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়লো
আগুন জ্বেলে দিলো গোয়াল ঘরটায়।
মা টুলুকে কোলে জড়িয়ে পিছন দরজায়
যেতে যেতে বলল “বর্গী এসেছে, পালিয়ে যা,
নয়ন ওরা ছিঁড়ে খাবে হাড় মাংস”!

আবার কেন এলো বুঝতে পারিনি।
পায় পায় যেতে যেতে মনে পড়লো
আমার পুতুল বউটার কথা।
অন্ধকারে ডানে বাঁয়ে হাতড়ে খুঁজি।
খুঁজে পাই একটি হাত।
সে হাত বাবার নয়,
মায়ের নয়,
এমন কি পড়শি বাড়ির ও নয়।
আমি চিৎকার করে মা'কে ডাকি।
টুলুকে ফেলে মা ছুটে আসে।
মা'কে পেয়েই সে কি উল্লাস!
বুনো শেয়ালের মত চকচকিয়ে উঠে শকুনের চোখ।
এক ঝটকায় খুলে নিল মায়ের শাড়ি,
তারপর................!
আর কিছু জানিনা।
পরের দিন সকালে মা'কে পেয়েছি মেঘনার বালুচরে!
একঝাঁক চুল কেটে নিলো,
হৃৎপিন্ড রক্তে মাখামাখি।
তখনো থ্যাতলানো মুখে লেপ্টে ছিল ভালবাসা।
তখনো সিঁথির ভাঁজে সিঁদুর ছিল,
শকুনের দল খুবলে খেলো আমার মা'কে।
না, না, চিল শকুন নয়,
আমিই খেয়েছি আমার মা'কে।
মায়ের রাক্ষুসী মেয়ে গো, রাক্ষুসী মেয়ে!
প্রীতিলতা।

ভর্তিকৃত ব্যাচ সমূহ

এমবিবিএস ১ম ব্যাচ (২০১৩-১৪)

এমবিবিএস ২য় ব্যাচ (২০১৪-১৫)

ভর্তিকৃত ব্যাচ সমূহ

এমবিবিএস ৩য় ব্যাচ (২০১৫-১৬)

এমবিবিএস ৪র্থ ব্যাচ (২০১৬-১৭)

ভর্তিকৃত ব্যাচ সমূহ

এমবিবিএস ৫ম ব্যাচ (২০১৭-১৮)

এমবিবিএস ৬ষ্ঠ ব্যাচ (২০১৮-১৯)

ভর্তিকৃত ব্যাচ সমূহ

এমবিবিএস ৭ম ব্যাচ (২০১৯-২০)

এমবিবিএস ৮ম ব্যাচ (২০২০-২১)

ভর্তিকৃত ব্যাচ সমূহ

এমবিবিএস ৯ম ব্যাচ (২০২১-২২)

এমবিবিএস ১০ম ব্যাচ (২০২২-২৩)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (১ম ব্যাচ)

সেশন-২০১৩-১৪

ডা. রাকিবুল মোস্তফা
এফসিপিএস, পার্ট-১ (মেডিসিন)
এম.ডি (রেসিডেন্ট)
গ্যাসট্রোএন্ট্রোলজি
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ডা. সৈয়দ মোঃ মোনতাসির
এম.ডি (রেসিডেন্ট)
ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন
বারডেম

ডা. আবু আকবর আলী
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. মুহাম্মদ ইয়াছিন চৌধুরী
এম.পি.এইচ
নিপসম

ডা. বেনজির হোসাইন প্রীতি
এম.আর.সি.পি, পার্ট-১
লন্ডন

ডা. মোঃ মিজানুর রহমান
এফসিপিএস, পার্ট-১
(অর্থোপেডিক সার্জারী)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (২য় ব্যাচ)
সেশন-২০১৪-১৫

ডা. দীপ্ত ভট্টাচার্য
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. মুমতাহিনা মরিয়ম
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. নার্গিস আক্তার
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিসিন)

ডা. ফাহিমা বিনতে ইউনুছ
এফসিপিএস, পার্ট-১
(পেডিয়েট্রিক্স)

ডা. নাফিছা সোলতানা
এফসিপিএস, পার্ট-১
(অবস্ এন্ড গাইনী)

ডা. মোঃ সাইফুল আলম চৌধুরী
এফসিপিএস, পার্ট-১
(মেডিকেল অনকোলজি)

ডা. ইসমত আরা তিথি
এফসিপিএস, পার্ট-১
(এন্ডোক্রাইনোলজি)

ডা. আবদুল মান্নান
এফসিপিএস, পার্ট-১
(ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহেবিলিটেশন)

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সফলতা (৩য় ব্যাচ)

সেশন-২০১৫-১৬

ডা. আবদুল মান্নান
এফসিপিএস, পার্ট-১
(অর্থোপেডিক সার্জারী)

ডা. মঈন উদ্দীন হাসান শওকত
এফসিপিএস, পার্ট-১
(জেনারেল সার্জারী)

ডা. শাহিদা ছিদ্দিকা
এফসিপিএস, পার্ট-১
(বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি)

ডা. সাজিদুল কবির
এফসিপিএস, পার্ট-১
(গ্যাসট্রোএন্ট্রোলজি)

ডা. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
এম.ডি
(কার্ডিওলজি)

ডা. সালমা ইয়াছমিন উর্মি
এফসিপিএস, পার্ট-১
(এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবলিজম)

ডা. নাশিদ নিয়াজ মুনিয়া
এম.আর.সিপি, পার্ট-১, লন্ডন
(মেডিসিন)

গণমাধ্যমে সিআইএমসি

চট্টগ্রাম মঙ্গলবার ১৬ আগস্ট ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

দেশি-বিদেশি গবেষকদের মিলনমেলা চট্টগ্রামে

■ প্রথমবারের মত চিকিৎসা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ৩৪টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

চট্টগ্রামে বসলো দেশি-বিদেশি মেডিকেল গবেষকদের মিলনমেলা। 'ইনস্টিটিউশনাল রিসার্চ সিম্পোজিয়াম' (আইআরএস) শীর্ষক সেমিনারে দেশ বিদেশের ৩৪ জন বিখ্যাত গবেষকের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। যেখানে দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানের প্রায় চার শতাধিক চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করেন। গবেষকদের এমন মিলনমেলা চট্টগ্রামে এটিই সবচেয়ে বড় এবং প্রথমবারের মতো এমন আন্তর্জাতিক সেমিনার। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লুতে দিনব্যাপী এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (সিআইএমসি), চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ (সিআইডিসি) এবং সিআইএমসিএইচ নার্সিং কলেজের যৌথ উদ্যোগে সিম্পোজিয়ামটি আয়োজন করা হয়। যেখানে চট্টগ্রাম বিভাগের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, আর্মফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং কলেজের প্রধানসহ প্রায় ৪ শতাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উক্ত সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী এ সেমিনারে তুরস্কের অধ্যাপক ডা. আহমেদ ইউরাল, মালয়েশিয়ার অধ্যাপক ডা. আজরিনা বিনতি এমডি. রালিব, কানাডার ড. ফৌজিয়া আলভী, নিউজিল্যান্ডের অ্যানি মেরি গঞ্জিয়ার এবং দেশের

● ৪র্থ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ ক.

'ইনস্টিটিউশনাল রিসার্চ সিম্পোজিয়াম' (আইআরএস) শীর্ষক আয়োজিত সেমিনারে গবেষকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। ● পূর্বকোণ

চট্টগ্রামে দেশি-বিদেশি মেডিকেল গবেষকদের মিলনমেলা

'গবেষণার মাধ্যমেই চিকিৎসার নতুন জ্ঞান সৃজন করতে হবে'

আজাদী প্রতিবেদন

চট্টগ্রামে বসলো দেশি-বিদেশি মেডিকেল গবেষকদের মিলনমেলা। 'ইনস্টিটিউশনাল রিসার্চ সিম্পোজিয়াম' (আইআরএস) শীর্ষক সেমিনারে দেশ বিদেশের ৩৪ জন বিখ্যাত গবেষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। একই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য খাতে বিশেষ অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে 'গবেষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠন' শীর্ষক স্মারক বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান।

চট্টগ্রাম বিভাগের সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, আর্মফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দসহ মোট ৪০০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উক্ত সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, কলেজ পরিদর্শক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও উপপরিচালকবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু হলে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (সিআইএমসি), চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ (সিআইডিসি) এবং সিআইএমসিএইচ নার্সিং কলেজের যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে তুরস্কের অধ্যাপক ডা. আহম্মেদ ইউরাল, মালয়েশিয়ার অধ্যাপক ডা. আজরিনা বিনতি এমডি. রালিব, কানাডার ডা. ফৌজিয়া আলভী, নিউজিল্যান্ডের অ্যানি মেরি গঞ্জিয়ার এবং দেশের বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি), ৫ম পৃষ্ঠার ৭ম কলাম

বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা শনাক্ত ৯২ শতাংশ জটিল রোগে আক্রান্ত

রেজা মুজাম্মেল, চট্টগ্রাম

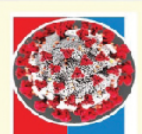

বৈশ্বিক করোনাভাইরাস শনাক্তদের মধ্যে ৯২ শতাংশ রোগী জটিল রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে আছে ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, কিডনি জটিলতা, হৃদরোগ ইত্যাদি। তাছাড় আক্রান্ত যে রোগীদের হাই-ফ্লো নজাল ক্যানুলার মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ৭০ শতাংশের এইচআর (হাই রেজ্যুলেশন) সিটি স্ক্যানে ফুসফুসে গুরুতর সংক্রমণের আলামত ছিল। অক্সিজেনের প্রয়োজন হওয়া রোগীর গড় বয়স ৫১ বছর। এর মধ্যে পুরুষদের অক্সিজেনের চাহিদা ৫৫ শতাংশ এবং মহিলাদের ৩৫ শতাংশ। চট্টগ্রামে 'হাসপাতালে ভর্তি করোনায় আক্রান্ত রোগীর অক্সিজেনের চাহিদা' শীর্ষক গবেষণায় এ তথ্য জানা যায়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (সিআইএমসি) হাসপাতাল এবং পার্শ্ববর্তী হাসপাতালের কভিড ওয়ার্ডে ভর্তিকৃত ৮৫ জন রোগীর মধ্যে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এ গবেষণার কার্যক্রম চলে। গবেষণায় কভিড-১৯ শনাক্ত রোগীর অক্সিজেনের চাহিদার সঙ্গে বয়স, আনুষঙ্গিক অন্যান্য সমস্যা, রোগ ও ফুসফুসের এইচআরসিটি স্ক্যানের রিপোর্টের সম্পর্ক আছে কি না তা যাচাই করা হয়। আগামী ৩০ ডিসেম্বর সিআইএমসির উদ্যোগে 'ইনস্টিটিউশনাল রিসার্চ সিম্পোজিয়াম' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গবেষণাপত্রটি উপস্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে দেশের ৩৩ জন এবং বিদেশের ১০ জন গবেষকের গবেষণা উপস্থাপন করার কথা। মূল গবেষক ডা. মোহাম্মদ খালেদ বলেন, করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, কিডনি জটিলতা ও হৃদরোগসহ নানা রোগে আক্রান্তরা শুরু থেকেই ঝুঁকিতে ছিলেন। পরে দেখা গেল তারাই বেশি আক্রান্ত হয়েছেন। গবেষণায় তা দেখা গেল।

তাই আমরা মনে করি এ জাতীয় গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে কভিড-১৯ রোগীর পরীক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে। একই সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কভিড-১৯ মোকাবিলার পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে। কার্যত একটি গবেষণার উদ্দেশ্যও তাই।

সমকাল

গবেষণা সিম্পোজিয়ামের নিবন্ধন শুরু

৩১টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করবেন গবেষকরা

সমকাল

শিক্ষার্থীদের ওপর ইন্টারনেটের প্রভাব

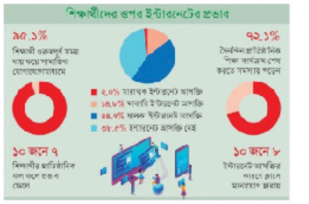

ইন্টারনেট আসক্তিতে ফল খারাপ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের

ইউনাইটেড রিসার্চ সিম্পোজিয়ামে অধ্যাপক ডা. এ.এ. ফয়েজ ও অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খানকে 'আজীবন সম্মাননা' প্রদান করা হয়

'চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে গবেষণার বিকল্প নেই'

■ আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে ৩৪টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন

■ দেশি-বিদেশি গবেষকদের মিলনমেলা

● পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সিআইএমসিতে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম মঙ্গলবার ১৬ আগস্ট ২০২১

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ৫টি আসন বেড়েছে

পাঁচ মেডিকেলে ২৫ আসন বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের পাঁচ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২৫টি আসন বৃদ্ধি করার অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গতকাল বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখার উপ-সচিব মো. রবিউল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ঢাকার বেসরকারি

● ৪র্থ পৃষ্ঠার ৮ম ক.

পাঁচ মেডিকেলে ২৫ আসন

● ১ম পৃষ্ঠার পর

মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন অ্যান্ড হসপিটাল ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে আসন সংখ্যা পাঁচটি বৃদ্ধি করে ৯০ থেকে ৯৫টিতে উন্নীত, টাঙ্গাইল বেসরকারি কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজের ১১৫টি থেকে ১২০টিতে উন্নীত, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ৫৫টি থেকে ৬০টিতে, সিলেট বেসরকারি নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজের ১২০টি থেকে ১২৫টি এবং বেসরকারি পার্ক ভিউ মেডিকেল কলেজের ৬৭টি থেকে ৭২টি আসনে উন্নীত করা হয়েছে।

www.samakal.com

সমকাল

বৃহস্পতিবার

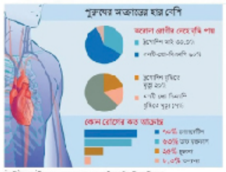

করোনায় বেড়েছে হৃদরোগ

■ চট্টগ্রামে গবেষণায় তথ্য

গণমাধ্যমে সিআইএমসি

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত — দৈনিকপূর্বকোণ

১০ অক্টোবর, ২০২২ | নিজস্ব প্রতিবেদক

কর্মক্ষেত্র সুন্দর না হলে মানসিক বিপর্যয় আসতে পারে: ডা. রিদওয়ান

সেমিনার পরবর্তী বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন উপলক্ষে এক র‍্যালি কলেজ প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে জরুরি বিভাগের সামনে এসে শেষ হয়।

পূর্বকোণ/মামুন/পারভেজ

বাংলাদেশ প্রতিদিন

আমরা জনগণের পক্ষে

রবিবার, ৯ অক্টোবর, ২০২২

বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতায় ৬০ শতাংশ মানুষ

রেজা মুজাম্মেল, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (সিআইএমসিএইচ) প্রতি মাসে প্রায় ১৫০ জন মানসিক রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ রোগী মানসিক বিষণ্নতার এবং ৩০ শতাংশ উদ্বিগ্নতায়। আক্রান্তদের মধ্যে বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতায় ভুগছে ৬০ শতাংশ মানুষ। তাছাড়া শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরই আচরণগত সমস্যা এবং ৩০ শতাংশ নিদ্রাহীনতায় ভুগছে। ফলে প্রতিনিয়তই আক্রান্ত হচ্ছে মানসিক রোগে। কাল সোমবার বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সবার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকাটাই হোক বৈশ্বিক অগ্রাধিকার'। দিবসটি উপলক্ষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিআইএমসিএইচ) ও সিভিল সার্জন কার্যালয় আলোচনা সভা, সেমিনার ও র‍্যালির আয়োজন করেছে। ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন সোসাইটি অ্যান্ড হেলথের সচিব অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন সবুজ বলেন, করোনাসহ নানা প্রেক্ষাপটে দেশে প্রতিনিয়তই মানসিক রোগী বাড়ছে। দৈনন্দিন জীবনের সংকট, সামাজিক জীবনে দৈন্যতা, করোনায় প্রতিষ্ঠান বন্ধে শিক্ষার্থীদের অলস সময় পার করাসহ নানাভাবে বিষণ্নতা ও উদ্বিগ্নতা ভর করেছে। তাছাড়া, প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে শিশুরাও এখন মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। ঘুম না হওয়া এবং আচরণগত সমস্যাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির কারণেই হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। সিআইএমসিএইচ মনোরোগ বিভাগের প্রধান ডা. এ এস এম রিদওয়ান বলেন, ২০১৮-১৯ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে দেশের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সর্বশেষ একটি জরিপ পরিচালিত হয়।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

নয়া দিগন্ত

যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস ও বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী পালন

দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

শোক দিবসের সভায় বক্তারা

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা

সমকাল

কুসংস্কারে মানসিক রোগী বাড়ছে চট্টগ্রামে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

আমরা জনগণের পক্ষে

করোনা রোগীর সেবার পরিধি বাড়ছে সিআইএমসিএইচে

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২১ইং

'চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক নয়'

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অ্যান্টিবায়োটিক অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করছে না। অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতায় নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের অনেক রোগীই মারা যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের উদ্যোগে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক সেমিনারে ফার্মাকোলজি বিভাগের শিক্ষক ফাতিহা তাসমিন প্রবন্ধ উপস্থাপন করে এসব কথা বলেন। গতকাল সোমবার কলেজের মিলনায়তনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফাতিহা তাসমিন বলেন, নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক কেনাও যাবে না।

সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ মো. মুসলিম উদ্দিন। এতে কো-চেয়ার ছিলেন ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান এ জেড এম আশেক-ই-ইলাহি।

দৈনিক পূর্বকোণ

চট্টগ্রাম মঙ্গলবার ১৬ আগস্ট ২০২২

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

Tuesday 16 August 2022

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত — দৈনিকপূর্বকোণ

সিআইএমসিএইচে জাতীয় শোকদিবস পালন

নয়া দিগন্ত

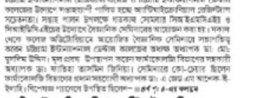

সিআইএমসিতে বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ পালন

সিআইএমসিতে বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল

আজকের পত্রিকা

মঙ্গলবার

www.ajkerpatrika.com

বৈজ্ঞানিক সেমিনার

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী পালিত হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ। এ উপলক্ষে গতকাল সোমবার সিআইএমসিএইচ ও সিআইডিসিএইচের উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. মুসলিম উদ্দিন।

- নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

গণমাধ্যমে সিআইএমসি

ইনকিলাব

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের এওয়ার্ড অর্জন

কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল হিসেবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্তৃক এওয়ার্ড পেল চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিআইএমসিএইচ)। কোভিড চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য এ স্মারক তুলে দেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক। সোমবার বাংলাদেশ বেসরকারী মেডিকেল কলেজ এসোসিয়েশন কর্তৃক সোনারগাঁ হোটেলের ওয়াসিস হলে অনুষ্ঠিত কোভিড চিকিৎসায় বেসরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য তিনি এ পুরস্কার তুলে দেন।

মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে শতাব্দীর ভয়াবহ মহামারী কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অত্যন্ত সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। যার সফলতার কারণে কোভিড নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫ম স্থানে অবস্থান করছে। সফল কোভিড ভ্যাকসিনেশনে বাংলাদেশ এশিয়ায় তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। সরকারী হাসপাতালের পাশাপাশি বাংলাদেশে মহামারীর শুরু থেকেই বেসরকারী মেডিকেল কলেজ করোনা চিকিৎসায় যে ভূমিকা রাখেন মন্ত্রী তার ভূয়সী প্রসংশা করেন।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিআইএমসিএইচ) এর পক্ষে মন্ত্রীর হাত থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী অধ্যাপক ডা. মো: মুসলিম উদ্দিন সবুজ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. নুরন্নবী ও উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মো. ইসমাইল।

উল্লেখ্য বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর শুরু থেকেই আক্রান্ত ও সন্দিগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছিল এ হাসপাতাল। ৫০০ বেডের এ হাসপাতালে শুরুতে করোনা রোগীদের জন্য ডেডিকেটেড ইউনিটের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা শুরু করে। অক্সিজেন প্লান্ট, বায়-প্যাপ মেশিন, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা (এইচএফএনসি) ও চিকিৎসক, নার্স ও সাপোর্টিং স্টাফের সমন্বয়ে একটি ডেডিকেটেড টিমের মাধ্যমে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছে সিআইএমসিএইচ।

দৈনিক পূর্বকোণ

বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ পালন সিআইএমসিতে

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী পালিত হচ্ছে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সচেতনতা। এ উপলক্ষে গতকাল সোমবার সিআইএমসিএইচ ও সিআইডিসিএইচ এর উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. মুসলিম উদ্দিন। কী-নোট স্পীকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফার্মাকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাতিহা তাসমিন জিনিয়া। সেমিনারে কো-চেয়ার ছিলেন ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম আশেক-ই-ইলাহি। বিশেষজ্ঞ প্যানেলে উপস্থিত ছিলেন সার্জারী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোখলেসুর রহমান, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা. মো. আলী হোসাইন।

কী নোট স্পীকার তার বক্তব্যে বলেন- প্রতি বছরের মত এই বছরেও বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সচেতনতা সপ্তাহ ২০২১ পালিত হচ্ছে। এই বছরের শ্লোগান" হোল সচেতনতার বিস্তার, চাই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স থেকে নিস্তার। বিশ্ব স্বাস্থ্য এর তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এর কারণে সকল দেশের ধনী, গরীব, নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। আমাদের হাতে এন্টিবায়োটিক আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করছে না শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্স এর জন্য। ডা. ফাতিহা তাসমিন জিনিয়া আরো বলেন, সামান্য জ্বর, সর্দি, কাশি বা ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং অ্যান্টিবায়োটিক ক্রয় বা খাওয়ার পূর্বে বারবার চিন্তা করুন। কোন রকম ফার্মেসি বা ডিসপেনসারির লোকের কথায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে। অবশ্যই সময় মতো ও পরিপূর্ণভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স শেষ করতে হবে। সেমিনারে আরো প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন চর্মরোগ বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. শামীম আরা। বিজ্ঞপ্তি

সিআইএমসিতে বিশ্ব এন্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সেমিনার

প্রথম আলো

সিআইএমসিএইচ

করোনা চিকিৎসায় অবদান রাখায় সম্মাননা

করোনা চিকিৎসায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা স্মারক পেয়েছে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিআইএমসিএইচ)। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলের ওয়েসিস হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা স্মারক তুলে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। অনুষ্ঠানে দেশের ২৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে করোনা চিকিৎসায় অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সিআইএমসিএইচের পক্ষে স্মারক গ্রহণ করেন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি অধ্যাপক মো. মুসলিম উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন সিআইএমসিএইচের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো. নুরুন্নবী ও সিআইএমসিএইচের উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. ইসমাইল।

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

সমকাল

ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ থাকলে রোগীরা যাবেন কোথায়

অধ্যাপক ডা. মুসলিম উদ্দীন সবুজ

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সিআইএমসিতে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "জুলিওকুরি" বিশ্ব শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (সিআইএমসি), চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ ও চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজের যৌথ উদ্যোগে আজ সকালে কলেজের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. টিপু সুলতান।

মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মেহেরুন্নিসা খানমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক মো. আমির হোসেন, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন সবুজ, উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আলী হোসাইন, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস রুবি দত্ত ও অধ্যাপক ডা. হাসান মিয়া। আলোচনা সভার পর "জুলিওকুরি" বিশ্ব শান্তিপদক প্রাপ্তির ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি।

BANGLA NEWS 24 .com.bd

সিআইডিসিতে মিলবে ডেন্টালের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ ডিগ্রি

দৈনিক পূর্বকোণ

মুক্তিযুদ্ধে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

Friday 26 August 2022

অনুমোদন পেল চট্টগ্রাম ইন্ট.ডেন্টাল কলেজ

কালবেলা

চট্টগ্রামে ডায়রিয়া নিয়ে উদ্বেগ

নয়া দিগন্ত

সিআইএমসিতে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালিত

সমকাল

তিন মেডিকেল কলেজের আয়োজন

■ সমকাল প্রতিবেদক

বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করল চট্টগ্রামের তিন মেডিকেল কলেজ। চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নার্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দিনব্যাপী এসব অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মুসলিম উদ্দিন সবুজ, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আমির হোসাইন, নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মিসেস রুবি দত্ত, হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. টিপু সুলতান উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল ক্যাম্পাসের বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে ফুলেল শ্রদ্ধা, দোয়া মাহফিল, খতমে কোরআন, গরিব-দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ, আলোচনা সভা, বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ এ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা। ওইদিন সকাল থেকে মাইকে বাজানো হয় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণও। অধ্যাপক ডা. মুসলিম উদ্দিন সবুজ বলেন, 'বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু মানে স্বাধীনতা। ঘাতকের বুলেট প্রাণ কেড়ে নিলেও জাতির শ্রদ্ধার আসনে তিনি চির অমলিন, মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির হৃদয়ে আজীবন বেঁচে থাকবেন। বাঙালির হাজার বছরের মুক্তি সংগ্রামের পূর্ণতা এসেছে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। তাই বঙ্গবন্ধু চিরঞ্জীব বাঙালির হৃদয়ে।'

স্মৃতির
এ্যালবাম

কোভিড মোকাবেলায় চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিশেষ অবদান রাখায় মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন অধ্যাপক ডা. মো. মুসলিম উদ্দিন, সেক্রেটারী, এক্সিকিউটিভ কমিটি ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ।

এমবিবিএস ২য় ব্যাচ এর ওরিয়েন্টেশন ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

সিআইএমসি এর প্যারাক্লিনিক্যাল ভবন উদ্বোধন করছেন সাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি

এমবিবিএস ৩য় ব্যাচ এর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী জনাব ডাক্তার আফসারুল আমিন চৌধুরী।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেবা পক্ষ ও এনআইসিইউ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের নবনির্মিত শহীদ মিনার উদ্বোধন করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে Medical Education বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে ফুলেল সংবর্ধনা জানানো হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরিন আক্তার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন।

মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী।

মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ কর্তৃক ক্যাম্পাস নিউজের মোড়ক উন্মোচন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরনী।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে লিখিত ভাষণ প্রদর্শনী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত ফ্রি চিকিৎসা সেবা।

বিশ্ব ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে ফ্রি ডায়াবেটিস চেকআপ সেবা সপ্তাহ উদ্বোধন।

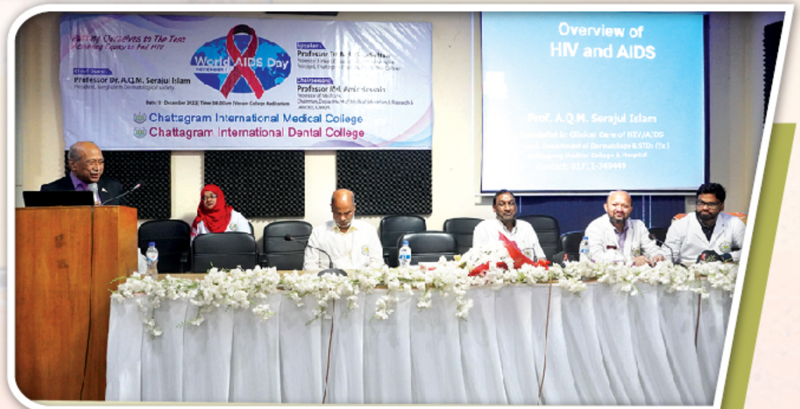

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার

World Prematurity Day ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা।

World Breast Cancer Awareness Month ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার।

World Epilepsy Day 2022 উদযাপন উপলক্ষে সেমিনারে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান।

Cervical Cancer Awareness Month 2022 উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার

NASH Day 2022 উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার।

World Antimicrobial Awareness Month 2022 উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার।

Animal Bites Awareness উপলক্ষে সেমিনার।

World Autism Awareness Day 2023 উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "জুলিও কুরি" শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা।

World Hypertension Day 2023 উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার এবং হাইপারটেনশন সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রমের উদ্বোধন।

স্মৃতির অ্যালবাম

এমবিবিএস ১ম ব্যাচ এর
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ৯ম ব্যাচ এর
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ৯ম ব্যাচ এর
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ১ম ব্যাচের Intern
Induction প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ৩য় ব্যাচের Internship Ending প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ২য় ব্যাচের Farewell প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ইন্টার্ণ ডাক্তারদের Basic Life Support Training প্রোগ্রাম।

এমবিবিএস ৩য় ব্যাচের Internship Ending প্রোগ্রাম এ Best Intern Award প্রদান।

Prime Minister Award Research Grant এর চেক গ্রহণ করছেন মেডিকেল এডুকেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ আফরোজা হক।

এমবিবিএস ইন্টার্ণ ডাক্তারদের জন্য Small Group Discussion Program.

এমবিবিএস ইন্টার্ণ ডাক্তারদের Workshop on Medical Ethics In Clinical Practice.

এমবিবিএস ইন্টার্ণ ডাক্তারদের বার্ষিক পিকনিক ২০২২।

এমবিবিএস ইন্টার্ণ ডাক্তারদের Workshop on Basic Surgical Skill.

Post Graduate Trainee Induction Program 5th Batch

১১ জানুয়ারী ২০২৩ সিআইএমসি ডে উদযাপন।

১১ জানুয়ারী ২০২৩ সিআইএমসি ডে উদযাপন।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি টিম।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে সাথে Innovation in Medical Education শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন তুরস্কের Abant Izzet Baysal University, Turkey এর (ডেপুটি ডিন মেডিকেল) অধ্যাপক ডাঃ আহমেদ ওরাল।

এমবিবিএস ব্যাচ ভিত্তিক বনভোজনের ছবি (২য় ব্যাচ)।

শিক্ষকদের বার্ষিক বনভোজনে কাপ্তাই লেক ভ্রমণ।

শিক্ষকদের বার্ষিক বনভোজনে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

শিক্ষকদের বার্ষিক বনভোজনে বিভিন্ন ইভেন্টের ছবি

শিক্ষকদের বার্ষিক বনভোজনে বিভিন্ন ইভেন্টের ছবি

শিক্ষকদের বার্ষিক বনভোজনে বিভিন্ন ইভেন্টের ছবি

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে Pair Medical College Visit এ চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেল হাসপাতাল কলেজের প্রতিনিধি টিম।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহা পরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মো. জামাল এর চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত Research Grant এর চেক গ্রহণ করছেন অবস এন্ড গাইনী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. মুসলিনা আক্তার।

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত Research Grant এর চেক গ্রহণ করছেন শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রোখসানা আক্তার।

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া পরিদর্শনে চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী।

Workshop on Protocol Writing Program Organized by Division of International Affairs & Research (DIAR), CIMC

এমবিবিএস ৩য় বর্ষের কমিউনিটি ভিজিটের প্রদর্শিত প্রকল্প পরিদর্শন করছেন ডেভেলপমেন্ট ফর এডুকেশন, সোসাইটি এন্ড হেলথ এর চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া - সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

বার্ষিক ক্রীড়া - সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

1st International Conference, CIMC & CIDC 2019

1st International Conference, CIMC & CIDC 2019

1st International Conference, CIMC & CIDC 2019

Institutional Research Symposium (IRS) 2021

Institutional Research Symposium (IRS) 2021

Institutional Research Symposium (IRS) 2021

বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন কর্তৃক আয়োজিত ২০ তম আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও সায়েন্টিফিক সেমিনারে স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক থেকে রিসার্চ গ্রান্ট গ্রহণ করছেন ডা. মেহেরুন্নিছা খানম।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের সাথে MoU সম্পন্ন করছেন Association for Medical Education (AME, Bangladesh) প্রতিনিধি।

Centre for Medical Education, DGME এর নির্দেশনায় Teaching Methodology & Assessment ট্রেনিং বাস্তবায়ন করছেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ।

এমবিবিএস ইন্টার্ণ ডাক্তারদের Basic Life Support Training প্রোগ্রামে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।

বার্ষিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৩।

চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের সাথে Interactive Session Program এ বক্তব্য রাখছেন IIUM Kuantan এর Deputy Campus Director অধ্যাপক দা'তু ডাঃ আরিফ বিন ওসমান।

পিঠা উৎসব ২০২২।

শিক্ষকদের বার্ষিক বনভোজনে কাপ্তাই।

বার্ষিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পিঠা উৎসব ২০২৪।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৩ উদযাপন ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সম্মাননা ২০২৩ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ব বিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ ইসমাইল খান।

প্রথম বিএসএম রিসার্চ ডে তে রিসার্চ এওয়ার্ড গ্রহণ করছেন মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মেহেরুন্নিছা খানম।

বিশ্ব উচ্চ রক্তচাপ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ এক্রিডিটেশন কাউন্সিল এর রেজিস্ট্রার ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খান আবুল কালাম আজাদ।

اقرا
স্থাপিত
২০১৩
CIMC
CHATTAGRAM INTERNATIONAL MEDICAL COLLEGE